মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৭ম বর্ষ

৯ম সংখ্যা

ডিসেম্বর-২০২৪ ঈসায়ী

জমাদ আউয়াল-জমাদ সানি-১৪৪৬ হিজরী

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১

গ্র্যান্ড জামে মসজিদ
লাহোর, পাকিস্তান

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

৩য় পর্ব

৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২৪ ঈসায়ী

জমাঃ আউয়াল - জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরী

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউএস. ডলার	১০ ইউএস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউএস. ডলার	১২ ইউএস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউএস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচাপত্র

দারসুল কুরআন
❖ প্রত্যেকের হক যথারীতি আদায় করা একান্তই আবশ্যক :।.. ৩
শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী
দারসুল হাদীস
❖ ঋণ পরিশোধ করার গুরুত্ব।......................................৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা
সম্পাদকীয়
রাজনৈতি পট পরিবর্তনে সামাজিক রূপ পরিবর্তন।....... ১০
প্রবন্ধ :
❖ করযে হাসানা : সম্মানজনক পুরস্কারের আধেয়।....................১১
আবূ সা'দ ড. মো: ওসমান গনী
❖ শাইখ মাহির বিন যাফের আল-কাহতানীর জুম'আর খুতবার..১৩
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
❖ আল-কুরআনে মানুষ : মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ।.............১৬
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
❖ যুক্তিবাদের অজ্ঞতা সংশয় ও সমাধান।.......................১৯
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার জন্য মক্কার পার্লামেন্টে যে লোমহর্ষক সিদ্ধান্ত পাস হয়েছিল।............................২৩
অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের
❖ সৃষ্টি জীবের প্রতি ইহসান : গুরুত্ব ও তাৎপর্য।.................২৬
মোহাম্মাদ মিযানুর রহমান
❖ এক নজরে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।...২৯
আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক আল-মাদানী
❖ যে পাপের কারণে কবরে শাস্তি হবে।........................৩১
সাইদুর রহমান
❖ তাওহীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।.........................৩৪
দেলোয়ার হোসেন বিন বিল্লাল হোসেন
শুব্বান পাতা
❖ সালাফী মানহাজ অনুসরণের আবশ্যকতা ও বিদ'আতীদের প্রতি শিথিলতা এবং কঠোরতা অবলম্বনের মূলনীতি?.................৩৯
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম
❖ বাংলার বুকে ইহুদি।..৪২
ইবনু মাসঊদ
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।.......................................৪৫

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

প্রত্যেকের হক যথারীতি আদায় করা একান্তই আবশ্যক :

–শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী[*]

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا . الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

অনুবাদ : আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মুসাফির, সম্পর্কীয় প্রতিবেশী, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী ও তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।

যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় সম্পদ থেকে যা দান করেছেন তা গোপন করে, আর আমি কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা যেহেতু সারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, সার্বিক পরিস্থিতি ও সকল অবস্থায় নি'য়ামত ও অনুগ্রহ প্রদানকারী, আর এসকল ব্যাপারে তাঁর সাথে কোনো সাহায্যকারী ও সহযোগী নেই, সেহেতু একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে অংশীদার বানাতে নিষেধ করেছেন। যেমন : মু'য়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন :

عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مُعَاذُ أَتَدْرِي ما حَقُّ اللَّهِ على الْعِبَادِ قال الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِهِ شيئا أَتَدْرِي ما حَقُّهُمْ عليه قال الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

অর্থাৎ : হে মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর কী হক আছে তা জান কি? উত্তরে তিনি বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তখন (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তা হল এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না।

অতঃপর তিনি বলেন, বান্দা যখন এ কাজটি করবে তখন আল্লাহর যিম্মায় তাদের কী হক রয়েছে তা কি জান? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।[২]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষকে অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ পিতা-মাতাই হলো প্রত্যেকের দুনিয়াতে আসার একমাত্র মাধ্যম।

কুরআনুল কারীমের অনেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত করার সাথে সাথে বান্দাকে তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করারও নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন বলেছেন : ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ অর্থাৎ, তোমরা আমার শুকরিয়া জ্ঞাপন কর এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৩]

যেমন আরো বলেছেন :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

অর্থ, তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।[৪]

---

[*] *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।*

[১] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ৩৬,৩৭।*

[২] *সহীহ বুখারী হা : ৬৯৩৮।*

[৩] *সূরা লুকমান আয়াত : ১৪।*

[৪] *সূরা বানী ইসরাঈল আয়াত : ২৩।*

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা তথা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করার নির্দেশের পর পিতা-মাতার হক আদায় করা অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীসহ আয়াতে বর্ণিত অন্যদের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা আদায় করার নির্দেশ করেছেন। হাদীসে এসেছে :

الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.

অর্থাৎ, মিসকীনকে সদকা করলে শুধু সদকাই হয়, আর আত্মীয়কে (যে হকদার) সদকা করলে সদকার সওয়াব হয় সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন হয়।[৫]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পর আরো যাদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ করা হয়েছে তারা হলো- আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, সম্পর্কীয় প্রতিবেশী, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী পার্শ্ববর্তী সহচর, পথিক এবং অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ।

মিসকীনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের নির্দেশের কারণ এই যে, তারা অভাবগ্রস্থ, রিক্তহস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের অভাব দূরীকরণার্থে ভালো ব্যবহারসহ তাদের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়াতে কারীমায় যে কয় প্রকার লোকের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে পিতা-মাতার পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রতিবেশীর প্রতি। সে প্রতিবেশির আত্মীয় সম্পর্কের হোক অথবা আত্মীয় সম্পর্কবিহীন হোক এবং মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক। এসব প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে- যেমন বর্ণিত হয়েছে-

ما زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

অর্থাৎ, রাসূল ﷺ বলেছেন : জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে এত বেশি উপদেশ দেন যে, তাতে আমার ধারণা হয়, তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধীকারী বানিয়ে দিবেন।[৬]

অন্য হাদীসে এসেছে :

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

অর্থ, রাসূল ﷺ বলেন : আল্লাহর নিকট উত্তম সঙ্গী ঐ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর নিকট উত্তম আর আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।[৭]

অতঃপর দাস-দাসী তথা প্রত্যেকের অধীনস্থ লোকদের সঙ্গেও সদ্ব্যব্যবহারের নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, তারা অসহায় এবং মালিকদের কবজায় আবদ্ধ, তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। তাই তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা একান্তই প্রয়োজন।

রাসূল ﷺ মৃত্যুসজ্জায় শায়িত অবস্থায় বিশেষভাবে মাত্র দু'টো বিষয়ে অসিয়ত করে গেছেন।

তিনি বলেছেন :

الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم.

অর্থাৎ : হে লোক সকল! তোমরা সলাত এবং দাস-দাসীদের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান থাকবে।

এ কথাটি বলতে বলতেই তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়।[৮]

দাস-দাসী, চাকর-বাকর এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের ভরণপোষণের ফযিলতের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে -

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.

অর্থ : রাসূল ﷺ বলেছেন : তুমি যা খাও তা সদকা, তোমার সন্তানদেরকে যা খাওয়াও ওটাও সদকা তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াও তাও সদকা এবং তোমার পরিচারককে যা খাওয়াও ওটাও সদকা। (অর্থাৎ, সদকা করলে যে সওয়াব হয় সে সওয়াব তোমার হবে)।[৯]

---

[৫] তিরমিযী হা : ২৩৬৩।
[৬] মুসনাদে আহমাদ হা : ৭৫১৪।
[৭] মুসনাদে আহমদ হা : ৬৫৬৬।
[৮] নাসাঈ (কুবরা) হা : ৪/২৫৮।
[৯] মুসনাদে আহমদ হা : ৯১৮৫।

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর দারোগাকে বললেন :

هل أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قال لَا قال فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.

অর্থাৎ : গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছ কি? তিনি বললেন, না। তখন আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন : যাও তাদের আহার্য দিয়ে আস। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : একজন মানুষের পাপের জন্য এটুকুই যথেষ্ট, যে তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের আহার্য না দিয়ে আটকিয়ে রাখে।[১০]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ولا يُكَلَّفُ من الْعَمَلِ إلا ما يُطِيقُ.

অর্থাৎ : অধীনস্থ গোলামের হক এই যে, তাকে সময়মতো খাওয়া-পরা দিতে হবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ করিয়ে নেয়া যাবে না।[১১]

অতঃপর আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অর্থ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আত্মভিমানী অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না।

তারা নিজেদেরকে ভালো মনে করলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা আদৌ ভালো নয়। নিজেদেরকে তারা বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত। মানুষের কাছেও তারা নিন্দনীয় ও তুচ্ছ। তারা এতই অকৃতজ্ঞ ও অত্যাচারী যে, কারো কোনো উপকার করলে তার খোঁটা দেয়, কিন্তু তার ওপরে প্রভুর যে অসংখ্য নি'য়ামত রয়েছে সেজন্য কোনো দিনই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

এ ব্যাপারে আবূ রাজা আল-হারবী বলেন : প্রত্যেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তিই অহঙ্কারী ও আত্মভিমানী হয়ে থাকে অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি আরো বলেন : পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা হয়ে থাকে। তারপর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.

অর্থ, আর সে ছিল তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারী, অহঙ্কারী ও অবাধ্য ছিল না।[১২]

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাল খরচ করতে কৃপণতা করে, যেমন : পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, দুঃস্থ-দরিদ্র, প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীকে তাদের প্রয়োজনের সময় সাহায্য সহযোগিতা করে না, বরং অন্যকে কৃপণতা করতে আদেশ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেন :

أي داء أدوأ من البخل.

অর্থাৎ, কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ আর কী হতে পারে?[১৩]

তিনি আরো বলেন :

إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا.

অর্থ : হে মানবসকল! তোমরা কার্পণ্য করা হতে বেঁচে থাক। এ কার্পণ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কারণেই তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কছিন্নতা, অন্যায় ও পাপাচারীর কাজ ঘটেছে।[১৪]

দারসের শিক্ষা

❖ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে হবে।

❖ ঈমান বিধ্বংসী শিরকী কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

❖ পিতা-মাতার সঙ্গে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে হবে।

❖ পিতা-মাতার পর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী, দাস-দাসী এবং অসহায় সকল ব্যক্তির সঙ্গে সদাচরণ করতে হবে।

❖ নিজে কৃপণতা করা থেকে এবং অন্যকে কার্পণ্যের পরামর্শ দেয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দারসের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন! আমীন।❐

---

[১০] *সহীহ মুসলিম হা: ৯৯৬।*
[১১] *সহীহ মুসলিম হা: ১৬৬২।*
[১২] *সূরা মারইয়াম আয়াত : ৩২।*
[১৩] *আদাবুল মুফরাদ পৃ: ৮৩।*
[১৪] *আবু দাউদ হা: ২/৩২৪।*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

ঋণ পরিশোধ করার গুরুত্ব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা[❖]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَبْصَرَ - يَعْنِي أُحُدًا - قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، - وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ، وَقَالَ: «مَكَانَكَ» ، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: «مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ» ، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ - أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ؟ - قَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ "، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «نَعَمْ»

হাদীসের অনুবাদ : আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন, তখন বললেন : আমি পছন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করা হোক এবং এর মধ্য হতে একটি স্বর্ণমুদ্রা আমার নিকট তিন দিনের বেশি থাকুক। সেই স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য রেখে দেই। তারপর তিনি বললেন : যারা (দুনিয়াতে) অধিক সম্পদশালী তারাই (পরকালে) স্বল্প সাওয়াবের অধিকারী। কিন্তু যারা এভাবে ওভাবে ব্যয় করে তারা ব্যতীত। বর্ণনাকারী আবূ শিহাব তার সামনের দিকে এবং ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন। আর এরূপ লোক খুব কমই আছে। এরপর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি এখানেই অবস্থান কর (আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত) অতঃপর তিনি একটু দূরে গেলেন। এরপর আমি কিছু শব্দ শুনতে পেলাম, তাই আমি তাঁর কাছে আসতে চাইলাম। তখন আমাকে বলা তাঁর এ কথাটি মনে পড়ল "আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর।" অতঃপর তিনি যখন ফিরে এলেন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি যা শুনলাম অথবা বললেন যে আওয়াজটি আমি শুনতে পেলাম তা কী? তিনি বললেন : তুমি শুনেছো? আমি বললাম : হ্যাঁ (আমি শুনেছি)। তিনি বললেন : আমার নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসেছিলেন এবং তিনি বললেন : আপনার কোনো উম্মত আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম : সে যদি এরূপ কাজ করে (যদি যিনা করে, যদি চুরি করে তবুও জান্নাতে যাবে?) তিনি বললেন : হ্যাঁ।[১৫]

রাবী পরিচিতি : নাম : জুন্দুব, উপনাম, আবূ যার। এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত। পিতার নাম : জুনাদাহ। তিনি গিফার গোত্রের লোক ছিলেন, তাই তাঁকে আবূ যার গিফারী বলা হয়। তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি হিজাজে জন্মগ্রহণ করেন। যা বর্তমান সৌদী আরবের পশ্চিমাঞ্চল।

ইসলাম গ্রহণ : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর ভাই উনাইসকে বললেন : তুমি ঐ উপত্যকায় যেয়ে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে আস যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী বলে দাবি করেছেন ও তাঁর কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনে এসে আমাকে জানাও। তাঁর ভাই মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন : আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি মানুষদেরকে উত্তম স্বভাব অবলম্বন করার

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[১৫] *সহীহ বুখারী হা : ২৩৮৮।*

জন্য নির্দেশ দান করছেন এবং তাঁকে এমন কালাম পাঠ করতে শুনলাম যা পদ্য নয়। এ কথা শুনে আবূ যার ﵁ বললেন, আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে না। অতঃপর আবূ যার ﵁ সফরের উদ্দেশ্যে অতি সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট্ট পানির মশকসহ মক্কায় উপস্থিত হলেন। মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তালাশ করতে লাগলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চিনতেন না। আবার কাউকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও পছন্দ করলেন না। এমতাবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি মাসজিদে শুয়ে পড়লেন। আলী ﵁ তাকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, লোকটি বিদেশী মুসাফির। যখন আবূ যার আলী ﵁-কে দেখলেন তখন তিনি তাঁর পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। আবূ যার ﵁ পুণরায় তাঁর পাথেয় নিয়ে মাসজিদে হারামের দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি পূর্ব দিনের শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন আলী ﵁ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : এখনও কি মুসাফির ব্যক্তির গন্তব্য স্থানের সন্ধান লাভের সময় হয়নি? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞসা করলেন না। এমতাবস্থায় তৃতীয় দিন কেটে গেল। আলী ﵁ পূর্বের ন্যায় তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে বলবে না কী জিনিস তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? আবূ যার ﵁ বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পাকাপোক্ত অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে তা বলতে পারি। আলী ﵁ অঙ্গীকার করলে আবূ যার ﵁ তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আলী ﵁ বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহর রাসূল। যখন ভোর হয়ে যাবে, তখন তুমি আমার অনুসরণ করতে থাকবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি তুমিও সে ঘরে প্রবেশ করবে। আবূ যার ﵁ তাই করলেন। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন কিছু আমি দেখতে পেলে আমি পেশাবের ভান করে বসে পড়ব, আর তুমি তোমার মতো পথ চলতে থাকবে। অতঃপর পুনরায় আমার অনুসরণ করবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি তুমিও সেই ঘরে প্রবেশ করবে। আবূ যার ﵁ তাই করলেন। আলী ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও আলী ﵁-এর সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাবার্তা শুনে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশনা পৌঁছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে? আবূ যার ﵁ বললেন : ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা মুশরিকদের সামনে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব। এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদে হারামে গিয়ে উপস্থিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

ইহা শোনামাত্র মুশরিক লোকজন উত্তেজিত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রহার করতে করতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় আব্বাস ﵁ এসে তাঁকে আগলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। তোমরা কি জান না এ লোকটি গিফার গোত্রের? আর তোমাদের ব্যবসায়ী দলগুলোকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। পরের দিনও একই রকমের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি।

যুদ্ধ : বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের পর আবূ যার ﵁ মদীনায় হিজরত করেন যার ফলে এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তার জন্য সম্ভব হয়নি। অগ্রগামী মুসলিম হিসেবে তাবুক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করবেন এটাই ছিল কাম্য। কিন্তু এ যুদ্ধে তাকে দেখা গেল না। আসলে তিনি মূল বাহিনীর পেছনেই ছিলেন। তাঁর উট ছিল মন্থর গতির। তিনি উটটিকে দ্রুত চালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে জিনিসপত্র উটের পিঠ থেকে নামিয়ে নিজ কাঁধে তুলে

নিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করেন। এদিকে মুসলিম শিবিরে কানাঘুঁষা শুরু হলো, আবূ যার পিঠটান দিয়েছে। খানিক বাদে মুসলিমরা দেখতে পেলো দূর দিগন্তে একজন মানুষ একা হেঁটে আসছেন। তারা মুহাম্মদ ﷺ-কে ব্যাপারটা জানালে তিনি বললেন, এটা যেন আবূ যার হয়। সাহাবারা তাকে চিনতে পেরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এতো আবূ যারই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ আবূ যারের ওপর রহমাত বর্ষণ করুন। সে একাকী চলে একাকীই মরবে, কিয়ামতের দিন একাই উঠবে।

রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য : মদীনায় অবস্থানকালে তিনি সর্বক্ষণ রাসূল ﷺ-এর খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। রাসূল ﷺ তাকে মুনযির ইবনু আমরের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। যাতুর রিকা যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূল ﷺ তাঁকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন।

গুণাবলী : তিনি একজন পণ্ডিত, সাধক, কোমলমতি ও অমায়িক মানুষ ছিলেন। মিতব্যয় এবং সংযম ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করাকে তিনি বৈধ মনে করতেন না। তিনি ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন।

হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল ﷺ থেকে সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরমধ্যে ৩১টি হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। এককভাবে ইমাম বুখারী ২টি এবং ইমাম মুসলিম ১৭টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : আবূ যার رضي الله عنه থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবূ যার رضي الله عنه এর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনু সামিত, যায়দ ইবনু ওয়াহাব এবং মারুর ইবনু সুয়াইদ رضي الله عنه প্রমুখ।

ইন্তেকাল : এ মহান সাহাবী ওসমান رضي الله عنه-এর খিলাফতকালে ৩২ হিজরীর ৮ যিলহজ্জ মদীনা থেকে ৪০ মাইল দূরে রাবাযা নামক পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। তাঁকে রাবাযা নামক পল্লীর নির্জন এলাকায় সমাহিত করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা :

مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ

"আমি পছন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করা হোক এবং এর মধ্য হতে একটি স্বর্ণ মুদ্রাও আমার নিকট তিন দিনের বেশি থাকুক।" অর্থাৎ আমাকে যদি বিশাল সম্পদের ভাণ্ডারও দান করা হয় তবুও আমি তা আমার কাছে তিন দিনের অধিক জমা থাকবে তা আমি পছন্দ করি না। বরং যত সম্পদই আমাকে দেওয়া হোক না কেন তা আমি আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিব। যে সমস্ত খাতে সম্পদ ব্যয় করলে আল্লাহ তা'আলা রাজী-খুশী থাকেন সেসব পথে তা ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিব। এজন্যই আবূ যার رضي الله عنه প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করা বৈধ মনে করতেন না। কিন্তু এটি তার একান্তই বক্তিগত মত। কেননা সাহাবাদের মাঝেও কিছু কিছু সাহাবী ছিলেন যাদের অনেক সম্পদ ছিল, যেমন উসমান رضي الله عنه, আবূ তালহা رضي الله عنه প্রমুখ। কিন্তু নাবী ﷺ কখনো তাদেরকে বলেননি যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল সম্পদ দান করে ফেল। বরং রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশক্রমেই তাদেরকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা হলেই তো যাকাত ফরয হয়। অতএব, সম্পদ জমা করা দোষণীয় নয়। বরং তা কুক্ষিগত করে রাখা, তার যাকাত প্রদান না করা এবং প্রয়োজনে তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করাটা দোষণীয়, নিন্দনীয়। إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ "সেই স্বর্ণ মুদ্রা ব্যতীত যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য রেখে দেই।" হাদীসের এ অংশ থেকে জানা যায় যে, ঋণ পরিশোধের জন্য সর্বদা উদগ্রীব ও সজাগ থাকা জরুরি। প্রয়োজনে ঋণ করলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা আরো জরুরি। কেননা ঋণ এমন এক জিনিস যা পরিশোধ করা ব্যতীত তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে যদি তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা না হয় তাহলে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা থেকে সাওয়াব দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। আর আমল নামায়

সাওয়াব না থাকলে প্রাপকের গুনাহ কাঁধে নিয়ে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে। বান্দার হক যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ যারাই দুনিয়াতে অধিক সম্পদশালী তারাই পরকালীন জীবনে স্বল্প সাওয়াবের অধিকারী অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনে সম্পদ উপার্জন করার পর তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে শুধু জমা করতে থাকে তারাই অঢেল সম্পদের অধিকারী হয়। কিন্তু আল্লাহর পথে ব্যয় না করার কারণে তার আমলনামা সাওয়াবশূন্য থাকে। যা বান্দার জন্য পরকালে আফসোসের বিষয়ে পরিণত হবে। তাই বৈধ পথে সম্পদ উপার্জন করে দীনের পথে তা অবশ্যই ব্যয় করতে হবে। তবেই পরকালে নাজাত মিলবে।

وَقَلِيلٌ مَا هُمْ "এরূপ লোক খুব কমই আছে", অর্থাৎ সম্পদশালী ব্যক্তি যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আল্লাহ তা'আলা অনেক লোককে সম্পদশালী করলেও আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাওফীক সবাই পান না। সৎ কর্মের কারণে আল্লাহ যাদের পছন্দ করেন তাদের সম্পদই আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাওফীক দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ "আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান কর"। আল্লাহর রাসূলের আদেশ শিরোধার্য্য। তিনি যা আদেশ করেন তাই মাথা পেতে নিতে হবে। তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে কল্যাণ পাওয়া যায় না। যেমনটি আমরা দেখেছি উহুদে। তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে অর্জিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে যায়। মুসলিমরা হয় ক্ষতিগ্রস্থ। তাই তো আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন স্মরণ করলেন যে, রাসূল ﷺ তো আমাকে এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন তাই তিনি তাঁর স্থান পরিত্যাগ করার চিন্তা সাথে সাথে পরিত্যাগ এবং রাসূলের নির্দেশিত স্থানে থেকে গেলেন।

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ

তোমার উম্মতর মধ্যে যারা শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। শিরক এমন এক গুনাহ যা তাওবা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না, তাই সর্বদাই নিজেকে শিরক থেকে মুক্ত রেখে তাওহীদের ওপর জীবন-যাপন করতে হবে। অবশ্য শিরক গুনাহ করে ফেলার পরও কেউ যদি তাওবাহ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন-إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাওবার মাধ্যমে সকল গুনাহই মাফ করে থাকেন। অন্য বর্ণনায় আছে إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ যদিও সে যিনা করে যদিও সে চুরি করে তবুও সে জান্নাতে যাবে। রাসূল ﷺ বললেন হ্যাঁ, অর্থাৎ কোনো বান্দা কবীরা গোনাহ করলেও যদি তার মধ্যে ঈমান বিদ্যমান থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। হয়ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। নয়ত কবীরা গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা।

হাদীসের শিক্ষা :

১. আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী তিনি পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করতে পারেন।

২. সম্পদের অধিকারী হওয়া ও তা জমা করা বৈধ।

৩. আল্লাহর পথে ব্যয়িত মাল উপকারী মাল।

৪. যারা সম্পদ শুধু জমা করে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তারা পরকালে সাওয়াবের কাঙ্গাল হবে।

৫. ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য্য।

৬. ঋণগ্রস্থ হলে তা পরিশোধ করার জন্য সর্বদা চিন্তা করতে হবে।

৭. সকল কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা অপরিহার্য্য।

৮. তাওহীদের মর্যাদা।

৯. শিরকের কুফল।

১০. কবীরা গুনাহ মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে না।

১১. হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে তা সঠিক পথে ব্যয় করা এবং কৃপণতা করে তা পুঞ্জীভূত না করার মধ্যেই সফলতা। ❐❐

সম্পাদকীয় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সামাজিক রূপ পরিবর্তন الافتتاحية

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ৫ আগস্টে রাজনৈতিক যে পট পরিবর্তন ঘটেছে, মানুষের মধ্যেও এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দীর্ঘদিনের গণঅধিকার হরণকারী ইসলামবিমুখ সরকারের বিদায়ের পর ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ইসলামী অনুশাসন পালনে মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে দায়িত্বপালনকারী নিরাপত্তা বাহিনী আনসার পুলিশ সদস্যদের অনেকের মুখে দাড়ি শোভা পাচ্ছে। অনেকে হাসিমুখে বয়োবৃদ্ধদের হাতধরে রাস্তা পার করে দিচ্ছেন, সালামও দিচ্ছেন। নামাযের সময় দায়িত্ব পালনকালে অনেককে নামাযেও শামিল হতে দেখা যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, পুলিশ আসলেই জনগণের বন্ধু। সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধর্মীয় অনুশাসন পালনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে যুবশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নারীদের মধ্যে পর্দা ও হিজাব গ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুবকদের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে ভয়ভীতি বিদূরিত হয়েছে। ৫ আগস্টের আগে কোনো ঘরে বসে কুরআনের হালাকা করতে দেখলেই যেভাবে জঙ্গী নাটক সাজিয়ে দীন-শিক্ষাকারীদের হাতকড়া পরিয়ে আয়না ঘরের বাসিন্দা বানানো হতো সে অন্ধকার যুগের অবসান হওয়ায় যুবকদের মাঝে ব্যাপকভাবে কুরআন শিক্ষার একটা জোয়ার এসেছে। দেশব্যাপী বিনা বাধায় ওয়াজ মাহফিল, তাফসীরুল কুরআন মাহফিল, ধর্মীয় হালাকা আয়োজনের সুযোগ হওয়ায় আয়োজকদের মধ্যেও ভয়ভীতিহীনভাবে এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে শীতের সময়ে ওয়াজ মাহফিল উৎসবের ন্যায়। একটা মাহফিলকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে উৎসব শুরু হয়। এসব মাহফিলও নানা শর্তের বেড়াজালে বন্দী ছিল। প্রশাসনের অনুমোদনের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে অনুমোদন নিয়ে করতে হতো তাফসীরুল কুরআন মাহফিল। কিছুদিন আগে ঠাকুরগাঁয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার সিমান্তবর্তী এলাকার একটি তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে যোগ দেয়ার সুবাদে জানা যায়, দীর্ঘ কয়েক বছর পর তারা এ তাফসীর মাহফিল করার সুয়োগ পেয়েছেন। সেজন্য পুরো এলাকায় যেন আনন্দবন্যা প্রবহমান। এ জন্য তারা আনন্দিত-উল্লসিত। শ্রোতা-জনতার উপস্থিতি ছিল ব্যাপক। অথচ এ মাহফিলের আগে অনুমোদন ছিল না। দিনাজপুরের বড় মাঠে অনুষ্ঠিত দিনাজপুর জিলা জমঈয়তের মহাসম্মেলন স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। শুধু দিনাজপুর নয়, দেশের সবগুলো জেলা-উপজেলা, এমনকি গ্রামগঞ্জেও অনুষ্ঠিত সভা, সম্মেলন, সমাবেশে লোকজনের উপস্থিতি অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করছে। জিজ্ঞেস করে জানা যায়, এবারের এসব সভা, সম্মেলন, তাফসীর কুরআন মাহফিলের আয়োজনের জন্য প্রয়োজন হয়নি প্রশাসনের আগাম অনুমোদন, প্রয়োজন পড়েনি আইন-শৃংখলা বাহিনীর বেঁধে দেয়া শর্ত পালনের অঙ্গীকারপত্রে দাসখত দেয়ার। মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টার ঘোষণা, মাহফিলের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এটাই তো জাতি আশা করে। চায় মুক্তভাবে ধর্মকর্ম পালন করার স্বাধীনতা। 'এটা বলা যাবে না, এ বিষয়ে বক্তৃতা করা যাবে না, উমুকের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না, সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মন্ত্রীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলা যাবে না'- এসব শর্ত ছিল আগে। আল-হামদু লিল্লাহ এবার এসব শর্ত থেকে কুরআনের তাফসীরকারকেরা, মাহফিলের আলোচকরা মুক্ত। পূর্বে শর্ত ছিল, যে এলাকায় মাহফিল, সে এলাকার এমপি, দলীয় নেতাকে বানাতে হতো প্রধান অতিথি। তা না হলে 'নো পারমিশন। ভেঙে দেয়া হত মঞ্চ। বর্তমান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের উদার নীতির ফলে এসব বিদূরীত হয়েছে। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর কুরআনের আলোচনার মঞ্চকে অবারিত করে দিয়েছেন তিনি দীন প্রচারের জন্য। এটি অবশ্যই এ সরকারের একটি বড় উদারতা। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মুক্ত আকাশ পেয়েছি, মুক্তমঞ্চ পেয়েছি, আমরা কথা বলার স্বধীনতা পেয়েছি। এটাকে ব্যাহত হতে দেয়া যাবে না। তবে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার এ সরকার। বারবার তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে আবারও ফ্যাসিস্ট সরকারকে ফিরিয়ে আনতে উঠে-পড়ে লেগেছে একটি গোপন তৎপর মহল। বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার নামে রাস্তা অবরোধ, দেশদ্রোহী হিন্দু কট্টরপন্থী ইসকনের অপতৎপরতা, লুটেপুটে খাওয়া কতিপয় বর্ণচোরা গোষ্ঠী দেশকে অস্থিতিশীল করে এই মুক্ত আকাশকে আবার কলঙ্কিত করার দূরভিসন্ধীতে লিপ্ত হয়েছে। এজন্য আপামর জনতাকে সচেতন হতে হবে, হতে হবে দেশের অতন্ত্র প্রহরী। সজাগ থাকতে হবে যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলার জন্য লৌহবর্মে আচ্ছাদিত অতন্ত্র প্রহরী রূপে। দীনের প্রসারে পরিবর্তনের যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে তা চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। কোনো ষড়যন্ত্রই আর সফল হতে দেয়া যাবে না।❐❐

করযে হাসানা : সম্মানজনক পুরস্কারের আধেয়

আবূ সা'দ ড. মোঃ ওসমান গনী❖

ব্যক্তি জীবনে অভাব-অনটন অনেকেরই হয়ে থাকে। তাৎক্ষণিক পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিটিকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হলো করযে হাসানা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটি একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থা। যার কিনা কোনো বদলা বা সূদ নেয়া হয় না। ব্যক্তিকে প্রদত্ত করযে হাসানা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'তাঁর' বলে উল্লেখ করেছেন। এই করযে হাসানার পুরস্কার দ্বিগুণ কিংবা বহুগুণ। কোনো ব্যক্তিকে যে করযে হাসানা দেয় সে যেন আল্লাহকে দেয়। আল্লাহ তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।[১৬]

পুরুষ ও নারী, নির্বিশেষে এ সুযোগ অবারিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দানশীল নারী ও পুরুষদের সাথে তুলনাপূর্বক করযে হাসানা প্রদানকারীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা করযে হাসানা দেয় আল্লাহকে, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।[১৭]

করযে হাসানাকে প্রকারান্তরে উত্তম ঋণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বগতোক্তি করছেন, কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ বা স্বচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১৮]

দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনের অনুষঙ্গ হিসেবে করযে হাসানার গুরুত্ব সমধিক। আল্লাহ জাল্লা শানহু ঘোষণা দিচ্ছেন- যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণদান কর, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ওটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী এবং সহনশীল। শুধু সম্পদ বৃদ্ধি নয়; সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! তাঁর ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে উজ্জীবিত করে।

সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা করযে হাসানাকেও জুড়ে দিয়েছেন। পারলৌকিক সমূহ কল্যাণ, আত্মার মঙ্গল ও ক্ষমা লাভের ইঙ্গিতবাহী আয়াতে কারীমা নাযিল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিগুলোর প্রতি অসামান্য দয়া-দরদ দেখিয়েছেন। উল্লেখ আছে, 'সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্ট এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১৯]

বহমান সমাজে ফিতনা ফাসাদের অন্যতম কারণ মিথ্যাচার ও অস্বীকারের প্রবণতা। ঋণ গ্রহণের পর যাতে পরিশোধের সময় কোনো ব্যত্যয় না ঘটে কিংবা করযে হাসানার পরিমাণও ফেরৎ দানের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির হেরফের না হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা ঋণ দেয়া ও নেয়ার সময় লিখে রাখতে আদেশ করেছেন। শুধু লিখে রাখলেই নয়; সাক্ষীও রাখতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে জলদ গম্ভীর ভাষ্যে পাওয়া যায়, হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করবে তখন তা লিখে নিবে আর কোনো একজন লেখক যেন নায্যভাবে তোমাদের মধ্যে (এই আদান-প্রদানের দলিল) লিখে দেয়, আর কোনো লেখক যেন (দলীল) লিখে দিতে অস্বীকার না করে, আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া এবং ঋণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দেয় এবং তার উচিত স্বীয় রব্ব আল্লাহকে ভয় করা এবং ওর মধ্যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করা, অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ বা অযোগ্য অথবা লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার অভিভাবকরা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নিবে এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী করবে; কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী মনোনীত করবে, যদি নারীদ্বয়ের একজন ভুলে যায় তাহলে একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে; এবং যখন আহ্বান করা হয় তখন সাক্ষীগণের অস্বীকার না করা উচিত এবং ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিখে দিতে তোমরা অবহেলা করো না, এটা আল্লাহর নিকট অতিসঙ্গত এবং

❖ *ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস*
প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১৬] *কুরআন ৫৭ : ১১।*
[১৭] *কুরআন ৫৭ : ১৮।*
[১৮] *কুরআন ২ : ২৪৫।*
[১৯] *কুরআন ৭৩ : ২০।*

সাক্ষ্যের জন্য এটাই দৃঢ়তা ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান করো তাহলে তা লিপিবদ্ধ না করলে তোমাদের পক্ষে দোষ নেই।

কুরআনুল কারীমে দীর্ঘ আয়াতে মানবজাতিকে উল্লেখ করে লেনদেনে স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। সাক্ষীর ক্ষেত্রে যাতে ভুলে না যায় এ জন্য পরস্পরকে মনে করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইসলাম দরদি সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! ভাবতে অবাক লাগে, একটা সুশীল সমাজ গঠনে লেনদেনের বিশেষ গুরুত্ব আয়াতের পরতে পরতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আয়াতটির শেষাংশে মহাজ্ঞানী আল্লাহ লেনদেন জনিত ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য আরো বলেন, 'কিন্তু বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য সাক্ষী রেখ, যেন লেখক কিংবা সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। যদি এরূপ করো (ক্ষতিগ্রস্থ) তাহলে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমাশীল।[২০]

ধার দেনার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো কতিপয় নীতিমালা উল্লেখ করে আস্থার সৃষ্টির সহায়ক কিছু উপাদানের ইঙ্গিত দিয়ে মানবজাতিকে ধন্য করেছেন। পরস্পর বিশ্বাসে যাতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি না হয় এবং লেখক না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে মহান প্রভু একই সূরাতে আরো কতিপয় উপায় বাতলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন : "আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও তাহলে হস্তান্তরকৃত দ্রব্য বন্ধক রাখবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং ভয় করে তার রব্ব আল্লাহকে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না।

আর যে কেউ তা গোপন করবে তার অন্তর তো পাপী। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা বিশেষ অবহিত। লেনদেনের স্বচ্ছতা ইসলামি জীবনাদর্শের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অসত্য তথ্য কিংবা সামান্য হলেও তথ্য গোপন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ যাতে করে লেনদেনের ক্ষেত্রে মুসলমানেরা এমনিতরো মিথ্যাচারের ঘূর্ণাবর্তে নিপতিত না হয় সেজন্য ওই সব ব্যক্তিদের পাপী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহর প্রেরিত ওহী জ্ঞান নবী ﷺ শুধু শ্রবণ করতেন না। ধারণ ও অনুশীলন করতেন। মহানবীর অনুসৃত জীবনাচার দৃষ্টে লোকসকল যাতে উদ্বুদ্ধ হয় এ জন্য তিনি ইহুদীর কাছ থেকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকীতে) খাদ্য ক্রয় করেন এবং তাঁর নিকট নিজের লোহার বর্মটি বন্ধক রাখেন।[২১]

একদা বিশ সা' যবের বিনিময়ে তাঁর বর্মটি বন্ধক রাখা ছিল। এই খাদ্য তিনি তার পরিবারের জন্য ক্রয় করেছিলেন। ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসটি মহানবীর ইন্তেকালকালীন সময়ের ছিল।[২২]

করযে হাসানা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনের ভাষ্য ও নবীর অনুশীলনের মাধ্যমে একটা অনুকরণীয় নীতিমালার প্রশংসনীয় নজীর দেখতে পাই। কিন্তু গৃহীত করযে হাসানা পরিশোধের নিয়ম কী হতে পারে? সেখানে সেই ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে যে, সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করে।

নবীর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ব্যক্তি হওয়ার অভিলাষ কার না থাকতে পারে? তিনি বলেন, যে যথাযথভাবে ঋণ পরিশোধ করে, নবীর ভাষায় তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি।[২৩]

জান্নাতী হওয়ার গ্যারান্টি প্রসঙ্গে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের বিষয় এসেছে। তিনি বলেন : তিনটি দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যথা : অহংকার, আত্মসাৎ ও ঋণ।[২৪]

অপরিশোধ্য ঋণ এতই ভয়ানক যে, ঋণ ছাড়া শহীদরাও ক্ষমা পাবে না। নবী ﷺ বলেন : 'ঋণ ছাড়া শহীদদের সকল পাপই ক্ষমা করে দেয়া হবে।[২৫]

হাদীসগ্রন্থে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অতীব সতর্কতাসহ পারলৌকিক কল্যাণের নানাবিধ প্রসঙ্গ আমরা জানতে পাই। ঋণগ্রহীতা ঋণ তো পরিশোধ করবেনই, সামান্যতম গড়িমসি করতে পারবেন না। রাসূল ﷺ বলেন : ধনী (মালদার) ব্যক্তির জন্য দেনা আদায়ে গড়িমসি করা অন্যায় (যুলুম স্বরূপ)। তোমাদের কাউকেও যদি অন্যের ঋণ আদায়ে যিম্মাদারী দেয়া হয় তাহলে তা কবুল করা উচিত।[২৬]

ইসলামে জামিন নেয়া একটা প্রশংসনীয় কর্তব্য। সেক্ষেত্রে ঋণের জামিন নিলে তাকেই পরিশোধ করতে হবে।[২৭]

নাবী ﷺ বলেন : কোনো ব্যক্তি ধার যা গ্রহণ করেছে তা ফেরৎ না দেয়া পর্যন্ত তার জন্য সে দায়ী থাকবে।[২৮] **(চলবে.....)**

---

[২০] *কুরআন ২ : ২৮২।*

[২১] *সহীহ বুখারী হা : ২২২১, ইবনে মাজাহ হা : ২৪৩৭।*

[২২] *তিরমিযী হা : ১২১৭, বুখারী হা : ৪১০৩।*

[২৩] *সহীহ বুখারী হা : ২১৫১, ২৪২৬, আবু দাউদ হা : ৩৩১৩, ইবনে মাজাহ হা : ২৪২৩।*

[২৪] *ইবনে মাজাহ হা : ২৪১২।*

[২৫] *সহীহ মুসলিম হা : ৪৭৩০, তিরমিযী হা: ১০৭৯।*

[২৬] *সহীহ বুখারী হা : ২১৩৬, ২২৩৫, আবু দাউদ হা : ৩৩১২।*

[২৭] *ইবনে মাজাহ হা : ২৪০৫।*

[২৮] *ইবনে মাজাহ হা : ২৪০০।*

দাওয়াত ও তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪, বাইপাইল-এ শাইখ মাহির বিন যাফের আল-কাহতানীর জুম'আর খুতবার বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী★ ও শাইখ আব্দুল হাসিব

(পর্ব- ৩)

শাইখ তার মূল্যবান ভাষণে বলেন, আমরা সকলেই তাওহীদপন্থী। সমগ্র বিশ্বে আমরাই একমাত্র আহলুল হাদীস। আমরা এই বরকতময় ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের জন্য দু'আ করি। কারণ, তার হাতেই আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের তাওয়াতকে নবায়ন করেছেন। তিনি আমাদের কাছে নতুন কিছু নিয়ে আসেননি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাহাবীদের কাছে যা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাই নিয়ে এসেছেন এবং তারই দাওয়াত দিয়েছেন। শাইখের কিতাবে আল্লাহর তাওহীদের কথা, তাঁর রাসূলের সুন্নাতের কথা এবং সাহাবীদের কথা ছাড়া আর কিছু নেই। কুরআনুল কারীমে তাওহীদের দাওয়াত ব্যতীত আর কোনো দাওয়াত নেই। অতএব যে ব্যক্তি শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের কিতাবগুলোকে অস্বীকার করবে, সে কুরআন ও সুন্নাহকেই অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নূহ আলাইহিস সালামের জাতি যখন তাওহীদ অধ্যয়ন করা বাদ দিলো এবং তাদের মধ্য থেকে যখন তাওহীদে ইলম উঠে গেলো, তখনই তারা বড় বড় শির্কে লিপ্ত হলো। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থে এটা ইবনে আব্বাস থেকে মুআল্লাক হিসেবে এবং ইমাম ইবনে হিব্বান মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমামগণ বলেন, আদম আলাইহিস সালাম এবং নূহ আলাইহিস সালামের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী আদমের বংশধরদের সকলেই ইসলাম ও তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতএব, নূহ আলাইহিস সালামের জাতি তাওহীদের ওপরই ছিল। কিন্তু যখন তারা তাওহীদের প্রতি এবং এটা পাঠ করা ও পাঠ দান করার প্রতি অবহেলা করলো এবং যখন তাদের থেকে এ সম্পর্কিত ইলম উঠে গেলো, তখনই শয়তান তাদেরকে বিদ'আতের প্রতি উৎসাহ দিলো। এর ফলে বিদ'আতের দাওয়াত আহব্বান শুরু হয়ে গেলো। অতঃপর এই পথ ধরেই নূহ আলাইহিস সালামের জাতির মধ্যে বড় বড় শির্ক আত্মপ্রকাশ করলো। অতএব বুঝা যাচ্ছে, বিদ'আত হচ্ছে, শির্কের সেতু স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি তাওহীদ নিয়ে টিকে থাকতে চায়, সে যেন দলাদলি করা বাদ দেয় এবং দ্বীনের মধ্যে মতভেদ না করে। সেই সঙ্গে তারা যেন বিদ'আত থেকে দূরে থাকে। কেননা দলাদলি, দ্বীনের মধ্যে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হলে তাওহীদের নূর চলে যায়। এর বদলে চলে আসে বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য ও রক্তপাত। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তার সীমা লঙ্ঘন হয়।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

"কাফেররা বলল : তোমরা নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে ওয়াদ, সুআ, ইয়াগুস, ইয়াঊক এবং নাসরকে কখনও পরিত্যাগ করো না"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালাম-এর গোত্রের কতিপয় সৎ ব্যক্তির নাম। তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের জাতিকে বুঝিয়ে বলল : যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত সেসব জায়গাতে তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মূর্তিগুলোর পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং পরবর্তীরা মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস ভুলে গেল, তখনই মূর্তিগুলোর এবাদত শুরু হল।

হে শ্রোতামণ্ডলী! আপনার লক্ষ্য করুন। শয়তান কিভাবে তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো এবং বিদ'আতের প্রতি উৎসাহ দিলো। শয়তান প্রথমে বিদ'আতের প্রতি উৎসাহ দিলো। কারণ, বিদ'আত মানুষকে তাওহীদ ভুলিয়ে দেয় এবং এটা

★ ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী-কেন্দ্রীয় জমঈয়ত। ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

মানুষকে আল্লাহর সাথে শির্ক করার দিকে নিয়ে যায়। তাই শয়তান সৎলোকদের ভালোবাসায় বাড়াবাড়ির দিকে ধাবিত করে। সে ভালো উদ্দেশ্যে তাদেরকে ভাস্কর্য নির্মাণ করার পরামর্শ দিলো এবং তাদের বসার স্থানে স্থাপন করার নির্দেশ দিলো। যাতে করে তাদের কৃতিত্বকে স্মরণ করতে পারে এবং তাদের মতো করে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করতে পারে।

অতঃপর যখন সেই প্রজন্ম চলে গেলো, তখন শয়তান আবার এই মহাপাপটি নিয়ে আসলো। শয়তান এসে নতুন প্রজন্মকে বললো, তোমাদের পূর্বপুরুষরা আল্লাহর পরিবর্তে এসব সৎলোকের ইবাদত করতো। শাইখ মুহম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে মুসলিম ইসলাম মেনে চলে, সালাত আদায় করে, সিয়াম রাখে এবং দ্বীনের সবকিছুই পালন করে, তার কাছে যদি তাওহীদের অস্ত্র না থাকে, তার ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে সঠিক পথ ও তাওহীদ থেকে যে কোনো সময় বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে।

শাইখ মুহম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যার সাথে তাওহীদের অস্ত্র থাকবে না অথবা যার তাওহীদের অস্ত্র হারিয়ে যাবে, তার সবকিছুই হারিয়ে যাবে। কোনো দেশ বা মানব সমাজে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না তাতে তাওহীদ বাস্তবায়ন হবে এবং ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই খালেস করা হবে। সেই সঙ্গে তাওহীদের ব্যাপক পাঠ দান করা হবে এবং শির্ক থেকে সতর্ক ও সাবধান করা হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত বর্জন করা হবে। শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তাওহীদবিহীন কোনো দেশে তুমি যদি শান্তি ও নিরাপত্তা দেখতে পাও, তাহলে মনে করবে, আল্লাহ সেই দেশবাসীকে অবকাশ দিচ্ছেন। অচিরেই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। তার আগে আল্লাহ তাদেরকে এমন কিছু বিভিন্ন বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন, যা তাদেরকে তাওহীদের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু তারা যদি তা বুঝতে না পেরে এবং তাওহীদের দিকে ফিরে না আসে এবং পাপাচারে বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দেন, তাওহীদের প্রতি আমাদেরকে হিদায়াত করেন এবং তাওহীদের হকসমূহ আদায় করার তাওফীক দেন। আমাদেরকে যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত পাপাচার বর্জন করাসহ তাওহীদের সমস্ত হক আদায় করার তাওফীক দেন। আমীন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! জেনে রাখুন, কিয়ামতের দিন এমন লোকও উপস্থিত হবে, যারা প্রচুর আমল থাকবে, প্রচুর সালাত থাকবে, যাকাত থাকবে, ফরয-নফল প্রচুর সিয়াম থাকবে, কাবাঘরের হজ্জ্ব থাকবে, পিতা-মাতার প্রতি সৎব্যবহার, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, দান-সাদাকা, মসজিদ নির্মাণ এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, তার নফল-ফরয কোনো আমলই আল্লাহ কবুল করবেন না। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে, সে এমন কাজে লিপ্ত ছিল, যাতে তার তাওহীদ ভেঙে গেছে, তার লা-ইলাহা ইল্লাহ তথা কালিমাতুত তাওহীদ নষ্ট হয়ে গেছে এবং পৃথিবীর বুকে যত পাপ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ শির্কুল আকবারে লিপ্ত হয়েছে। তাই তার সালাত কবুল হবে না, সিয়াম কবুল হবে না, যাকাত কবুল হবে না এবং তার হজ্জ্বও কবুল হবে না। এখানেই শেষ নয়। অতঃপর সে ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন হবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিকারী হবে। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"তারা যদি শির্ক করতো, তাহলে তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেতো"।[২৯] শির্কপূর্ণ বাতিল আকীদাহর কারণে বান্দার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় ও সে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা হতে বঞ্চিত হয়। এর কারণে মানুষ আল-াহর আযাবের সম্মুখীন হবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার গুনাহ মাফ করবেন না। শির্ক ছাড়া অন্যান্য যেসব গুনাহ রয়েছে সেগুলো

[২৯] *সূরা আল-আনআম আয়াত : ৮৮।*

যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন”।[৩০] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। বস্তুত যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নাই।[৩১]

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মাওতকে একটি সুন্দর ভেড়ার আকৃতিতে আনা হবে। সুবহানাল্লাহ! ভয়ানক ও ভীতিকর মাওতকে আনা হবে একটি সুন্দর মেষ-দুম্বার আকারে! তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থানে রেখে যবেহ করে ঘোষণা করা হবে : হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। এখানে তোমরা অনাদিকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। ওহে জাহান্নামীরা! তোমরা চিরকাল এ কঠিন আযাব ভোগ করবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। এতে তাওহীদের দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের মালিক। তাঁর ইবাদতে তাঁর সাথে কোনো শরীক নেই। যারা তাওহীদ বাস্তবায়ন করবে, তারাই এই নিয়ামতের হকদার হবে। আর যাদের তাওহীদ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং যারা শির্কে লিপ্ত হবে, তারাই জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আর যারা শির্ক ছাড়া অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হবে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি তাকে শাস্তি দেন, তাহলে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আযাবে রাখবেন। যতদিন তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তার শাস্তি চলতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে পবিত্র করবেন। অতঃপর তাকে নাহরুল হায়াতে গোসল করাবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন :

إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ

“যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে চলে যাবেন এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থানে রেখে যবেহ করে ঘোষণা করা হবে : হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। এখানে তোমরা অনাদিকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। ওহে জাহান্নামীরা! তোমরা চিরকাল এ কঠিন আযাব ভোগ করবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। এ কথা শুনে জান্নাতবাসীদের আনন্দ ও খুশী আরো বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখ ও পেরেশানী আরো বৃদ্ধি পাবে।[৩২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে : হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা কি একে চেন? তাঁরা বলবেন : হ্যাঁ, আমরা তাকে চিনি। সে হলো মাওত। তারা মাওতকে কিভাবে চিনবে, আল্লাহই সে সম্পর্কে ভালো জানেন। সম্ভবত তারা মাওতকে আরেকবার দেখেছিল। কোথায় এবং কখন দেখেছিল, তা আল্লাহই জানেন। অতঃপর জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে : তোমরা কি একে চেন? তারাও বলবে, আমরা তাকে চিনি। সে হলো মৃত্যু। তারা মাওতকে কিভাবে চিনবে, আল্লাহই সে সম্পর্কে ভালো জানেন। সম্ভবত তারা মাওতকে আরেকবার দেখেছিল। কোথায় এবং কখন দেখেছিল, তা আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর তাকে যবেহ করে দেয়া হবে। হায়! কী ভয়াবহ অবস্থা! মাওতেরও মাওত হবে! তার মৃত্যুটা হবে করুণভাবে। হায়! কী ভয়াবহ অবস্থা। তারপর বলা হবে : হে জান্নাতীগণ! তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে। তোমাদের আর কোনদিন মৃত্যু হবে না। যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাস্তবায়ন করবে, তাদের জন্যই চিরস্থায়ী জান্নাত। আমরা আল্লাহর কাছে দু‘আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের মধ্যে গণ্য করেন। আমীন। অনুরূপ জাহান্নামীদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে : তোমরা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। এটাই হবে ঐসব লোকের পরিণাম, যারা তাওহীদ বাস্তবায়ন করেনি। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

---

[৩০] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ৪৮।*

[৩১] *সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ৭২।*

[৩২] *সহীহ মুসলিম অধ্যায়, কিতাবুল সালাম।*

আল-কুরআনে মানুষ : মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

(পর্ব-০৪)

ছয়. প্রশংসাকাঙ্ক্ষী জ্ঞ

মানুষ সর্বদা প্রশংসিত হতে পছন্দ করে। তবে এক্ষেত্রে তারা নিজেরা করে না এমন বিষয়েও প্রশংসা কামনা করে। তাদের সম্পর্কে কুরআনে এসেছে :

﴿ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে যারা, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে- এরূপ তুমি কখনো মনে করো না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[৩৩]

সাত. সুবিধাবাদী

এমন কিছু লোক আছে, যারা সুবিধা পেলে একদলে ভিড়ে যায় আবার সেখানে অসুবিধা হলে অন্য দলে যোগ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জয় হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না। আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত হতে রক্ষা করিনি? আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই মু'মিনরেদ বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।"[৩৪]

আট. ধূর্ত প্রকৃতির

মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় মানুষ আছে যারা অত্যন্ত ধূর্ত ও চালাক প্রকৃতির। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন কাজ নিজেরা করবে এবং তা থেকে ফায়দা নেবে। যখনই সেই কাজ অন্য কেউ করে তখন তা অস্বীকার করে বসে। আল-কুরআন বিষয়টি চিত্রিত করেছে এভাবে :

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

"তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব আসল; যদি পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তার যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লা'নত।[৩৫] তাদের এ ধরনের আরো একটি চরিত্র বর্ণনায় কুরআনে এসেছে :

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾

"ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।"[৩৬] এমন কিছু মানুষ আছে যারা শুধু আকৃতিতেই মানুষ। এছাড়া মনুষ্যত্বের কোনে কিছু

* বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

[৩৩] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৮৮।

[৩৪] সূরা আন-নিসা আয়াত :১৪১।

[৩৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৮৯।

[৩৬] সূরা আন-নূর আয়াত : ৪৮-৪৯।

তাদের মাঝে পাওয়া যায় না। এ যেন চলমান জড় পদার্থ, যা দেখে লোকদের হাসি পায়। মূলত ঃ এটি মুনাফিকদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি চিত্র। যা বেদনামিশ্রিত কৌতুক। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾

"তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়র অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে তুমি তাদের কথা শোন। কিন্তু তারা তো প্রাচীরে ঠেকানো কাঠের মতো।"[৩৭]

দশ. গোপনে সত্য উপেক্ষাকারী

সমাজে এমন কতিপয় মানুষ পাওয়া যায় যারা নিজে যেমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে সত্যকে মেনে নিতেও পারে না। প্রতি মুহূর্তে দ্বিধাদ্বন্দোদুল্যমান থাকে। এ ধরনের লোক চুপি চুপি সত্য থেকে বিমুখ হতে পছন্দ করে। মূলত ঃ এটি দুর্বল এক শ্রেণীর মুনাফিকের চরিত্র। তাদের সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾

"এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞেস করে তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করতেছে কি? অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।"[৩৮]

এগার. দ্বিমুখী নীতি

এমন কতক মানুষ রয়েছে যারা Double Standard অবলম্বন করে সমাজে বিচরণ করে। তারা নীতি নৈতিকতার তোয়াক্কা করে না। বরং সর্বদা দ্বিমুখী নীতিতে বিশ্বাসী। যখন যেখানে যায় তখন সেখানে তার আপন জনে পরিণত হয়। আর অন্যত্র গেলে তা প্রত্যাখ্যান করে। এ মর্মে কুরআনে এসেছে :

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾

"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।"[৩৯] কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾

"দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে না ওদের দিকে।"[৪০]

বার. নির্বোধ প্রতারক

কিছু লোক আছে যারা প্রতারণা ও ভণ্ডামিতে লিপ্ত। নিজেদেরকে যদিও তারা চালাক মনে করে কিন্তু তাদের মাথায় ভুষি ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করে কিন্তু মূলত ঃ তারা নিজেরাই নিজেদের ঠকাচ্ছে। কুরআনের ভাষায় :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা মু'মিন নয়। আল্লাহ এবং মু'মিনদেরকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকে প্রতারিত করে না, এটা তারা বুঝতে পারে না।"[৪১]

---

[৩৭] *সূরা আল-মুনাফিকূন আয়াত : ৪।*
[৩৮] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ১২৭।*
[৩৯] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৪।*
[৪০] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৪৩।*
[৪১] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৮ ও ৯।*

তের. তর্কপ্রিয়

মানুষ স্বভাবতই তর্কপ্রিয়। মানব উন্মেষকাল থেকে মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত তর্কের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আল্লাহ রাববুল আলামীন মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে একদল ফেরেশতার সাথে, বিতাড়িত শয়তানের সাথে এবং বিভিন্ন উম্মত ও তার কাওমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিতর্কের বর্ণনা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বিধৃত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

"মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে তর্কপ্রিয়।"[৪২]

চৌদ্দ. ঝগড়াটে

কিছু লোক আছে যারা ঝগড়া করতে পছন্দ করে। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা, জেনে হোক কিংবা না জেনে ঝগড়া বা গণ্ডগোল তারা করবেই। কুরআনে এসেছে:

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"হ্যাঁ, তোমরা তো সেসব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমারাই তো তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।"[৪৩] এ মর্মে অন্যত্রে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।"[৪৪]

পনের. বিপর্যয় সৃষ্টিকারী

কতক মানুষের স্বভাব হলো সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে শান্তি বিঘ্নিত করা। তারা না জেনে ও না বুঝে অনেক সময় এ ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টির পাঁয়তারা করে। যখন তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

"তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।"[৪৫]

ষোল. ওজর আপত্তিকারী

মানব জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী সাধারণত দু'টি অবস্থায় সংঘটিত হয়। একটি সহজ অবস্থা অপরটি হলো কঠিন অবস্থা বা দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ হওয়া। মানুষ সর্বদা সহজতর অবস্থা কামনা করে থাকে। কিন্তু যখনই কোনো কাঠিন্য ও দুঃখ-দুর্দশা তাকে স্পর্শ করে তখন সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং মিথ্যে ওজর আপত্তি পেশ করে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্তভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে :

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

"আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করে। আল্লাহ জানেন তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"[৪৬] (চলবে ইনশা আল্লাহ)

---

[৪২] *সূরা আল-কাহফ আয়াত : ৫৪।*
[৪৩] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৬৬।*
[৪৪] *সূরা আল-হাজ্জ আয়াত : ৮।*
[৪৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১১-১২*
[৪৬] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৪২।*

যুক্তিবাদের অজ্ঞতা সংশয় ও সমাধান

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-০৬)

সংশয়-১৩

তোমাদের দাবি হলো সমস্ত নবী রাসূলগণ নিঃষ্পাপ। আমাদের প্রতি তোমরা (মুসলিমরা) যত পাপ, অন্যায় ও অপরাধের অভিযোগ কর। অথচ কুরআন স্বয়ং নাবীদেরকে পাপী বলে সম্বোধন করেছেন। মুহাম্মদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে কুরআন বলছে, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চাও।[৪৭]

কুরআন আরো বলছে :

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾

হে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তোমার জন্য পূর্বাপর সব পাপ ক্ষমা করেছেন।[৪৮]

আবার নূহ আলাইহিস সালাম পাপ ক্ষমা চেয়ে বলছেন : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ-হে পালনকর্তা, তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ক্ষমা কর।[৪৯]

এছাড়াও কুরআনে ইবরাহীম, মুসা, ঈসা আলাইহিস সালাম সহ অনেক নাবীর ক্ষমা প্রার্থনার কথা রয়েছে। তাহলে নাবী-রাসূলগণ নিঃষ্পাপ হলেন কিভাবে? আর তোমরা মুসলিমরা এ দাবি কর কিভাবে? এ দাবি কি কুরআন বিরোধী নয়? নাউযু বিল্লাহ!

সমাধান :

অবশ্যই নাবী-রাসূলগণ নিঃষ্পাপ এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আর এ দাবি করা কোনোক্রমেই কুরআন পরিপন্থি নয়। এ ধরনের সংশয় বা প্রশ্ন শুধুমাত্র নেতিবাচক চিন্তার অসারতা ছাড়া কিছুই নয়। যে চিন্তার মূল দর্শন হলো এতো ভাল হওয়া ভাল নয়। যে চিন্তায় ভাল হওয়াও মন্দ সে চিন্তায় ইতিবাচক কিছু থাকার কথা নয়। ইতিবাচক চিন্তায় নাবী-রাসূলগণ সর্বদা নিঃষ্পাপ, কারণ তাদের জন্ম থেকে মৃত্য পর্যন্ত পূর্ণ জীবনই জাতির কল্যাণে নিবেদিত তাই তারা কখনও পাপী হতে পারেন না।

নাস্তিক্যবাদ যা মনে করেছে তা মোটেও সত্য নয়। কারণ তাদের ভাবধারাতে মনে হয় আল্লাহ তা'আলা যাচাইবিহীন যে কাউকেই নবুওয়াত দান করেছেন। বিষয়টি মোটেও এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ-আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো ভাবেই জানেন তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় দিতে হবে।[৫০]

সমস্ত নাবী রাসূল নির্বাচিত, মনোনীত, পূর্ণ মুখলিস এবং নিঃষ্পাপ। কারণ পাপ বা গুনাহ দুই প্রকার :

(১) كبائر বা বড় গুনাহ (২) صغائر বা ছোট গুনাহ।

প্রথম প্রকার তথা বড় গুনাহ হলো : আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, যেনা করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকার তথা ছোট গুনাহ হলো : পর নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, কোনো বেগানা মহিলাকে স্পর্শ করা ইত্যাদি। আর সমস্ত নাবীগণ ছোট, বড় সব ধরনের গুনাহ হতে মুক্ত। আল-হামদু লিল্লাহ

প্রশ্ন হলো- তাহলে নাবীগণ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান কেন? উত্তরে আমরা বলবো, ক্ষমা চাওয়াটা দু'ধরনের হয়।

(১) কৃত পাপ কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(২) এবাদত মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

নাবীদের ক্ষমা চাওয়াটা ইবাদতের জন্য, অবশ্যই তা পাপের জন্য নয়। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন :

﴿وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ﴾

আল্লাহর কসম আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ১০০ বার করে তাওবা করি ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।[৫১]

তিনি কি ১০০ বার করে পাপ করতেন, যার জন্য তিনি ক্ষমা চাইতেন? মোটেও নয় বরং ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৪৭] সূরা মুহাম্মদ আয়াত : ১৯।
[৪৮] সূরা ফাত্হ আয়াত : ২।
[৪৯] সূরা আন-নূহ আয়াত : ২৮।
[৫০] সূরা আল-আন'আম আয়াত : ১২৪।
[৫১] সহীহ মুসলিম হা : ২৭২০, ইবনু মাজাহ হা : ৩৮১৫।

করা তার জন্য ইবাদত বিধায় তিনি বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তেগফার করেন। এছাড়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা মানব জাতির প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত ঃ সমস্ত নাবী মানুষ ছিলেন এবং কোনো নাবী মানবীয় গুণাবলী থেকে মুক্ত ছিলেন না, বিধায় কখনও তারা অহী আসার আগেই স্বভাবগতভাবেই নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিলের মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিতেন। অহী ব্যতীতই নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া মানবীয় গুণ কিংবা মানবীয় দুর্বলতা। যেমন : নূহ আলাইহিস সালাম তার মুশরিক সন্তান কেনআন-এর জন্য বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে মুক্তি কামনা করেছিলেন। যেটা অহী বহির্ভূত ছিল।[৫২]

ইউনুস আলাইহিস সালাম অহীর নির্দেশ ছাড়াই তার নিজ শহর ত্যাগ করেছিলেন এবং বিপদেও পড়েছিলেন।[৫৩]

নাবী ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিব মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অহী নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সংশোধন করে দিলেন।[৫৪]

নাবী ﷺ মক্কার কুরাইশ নেতৃস্থানীয়দের সাথে বৈঠককালে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ সাহাবীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে তাকে সংশোধন করলেন।[৫৫]

নাবী ﷺ নিজের ওপর মধু পান করা হারাম করলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিলের মাধ্যমে সতর্ক করলেন।[৫৬]

এ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি মানবীয় দুর্বলতা থেকে হয়েছে, মোটেও প্রকৃত পাপ বলতে যা বুঝানো হয় তা নয়।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নাবীদের এ সকল ভুল যদি প্রকৃত পাপই না হবে তাহলে এগুলোর জন্য নাবীগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন কেন?

উত্তরে বলবো, কোনো ছাত্র প্রতিটি সাবজেক্ট বা বিষয়ে ১০০ নম্বর অর্জন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে খুব ভাল পরীক্ষা দিল। সে যদি প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে গড়ে ৯৫% করে পায় তাহলে সে অবশ্যই চিন্তিত থাকবে এবং নিজেকে অপরাধী ভাববে। আবার কোনো ছাত্র যদি সবসময় ৬০% হারে প্রতি বিষয়ে নম্বর পেয়ে থাকে, আর হঠাৎ করে একবার সকল বিষয়ে সে যদি গড়ে ৯০% নম্বর পায় তাহলে অবশ্যই সে আনন্দিত হবে।

ঠিক তেমনই সকল নাবীকে আল্লাহ তা'আলা ১০০ তে ১০০ নম্বর দিতে চান বিধায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন। আর নাবী-রাসূলগণও পূর্ণ নম্বর নিয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান বিধায় তারা বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

যার প্রমাণ কিয়ামতের দিন সমস্ত নাবী ও রাসূলগণ নিজেদের মানবীয় দুর্বলতার সামান্য ত্রুটির জন্য আত্মসমালোচনায় ব্যস্ত ও লজ্জিত থাকবেন।[৫৭]

অতএব ওহে নাস্তিক সমাজ! দুনিয়াতে পাপ বলতে যা বুঝায় তার একটিও কোনো নাবী করেছেন তার একটি উদাহরণ দিয়ে নিজেদের মেধার যোগ্যতার প্রমাণ দিন। না পারলে সত্য দ্বীনের পথে ফিরে আসুন এই কামনা সর্বদা।

সংশয়- ১৪

তোমরা মুসলিমরা বল যে, কুরআন মানব জাতির অধিকার ও সম্মান মর্যাদাকে উন্নত করেছে। মানুষের সঠিক পথের একমাত্র দিশারী। অথচ কুরআন মানুষকে কুকুর, গাধা ও চতুস্পদ প্রাণী বলে তিরস্কার করেছে, যেমন : কুরআন বলছে :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

যাদের ওপর তাওরাতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত গাধার মতো, সে বহু কিতাবের বোঝা বহন করেছে কিন্তু তা বোঝে না।[৫৮]

অন্যত্র কুরআন বলছে : فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়।[৫৯]

অন্যত্র কুরআন বলছে : أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

তারা চতুস্পদ প্রাণীর মতো কিংবা তার থেকেও নিকৃষ্ট।[৬০]

---

[৫২] *সূরা হুদ আয়াত : ৪৫, ৪৬, ৪৭।*
[৫৩] *সূরা আম্বিয়া আয়াত : ৮৭।*
[৫৪] *সূরা তাওবা আয়াত : ১১৩।*
[৫৫] *সূরা আবাসা আয়াত : ১-৩।*
[৫৬] *সূরা তাহরীম আয়াত : ২।*
[৫৭] *সহীহ বুখারী হা : ৭৪১০, ইবনু মাজাহ হা : ৪৩১২, সহীহ জামি হা : ১৪৫৬।*
[৫৮] *সূরা আল-জুমুআ আয়াত : ৫।*
[৫৯] *সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ১৭৬।*

তাহলে কুরআন মানুষকে সম্মান করল কিভাবে? যাদের ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাদেরকেই কুরআন সম্মান দেয় না, তারপরও কুরআন হেদায়াতের বাণী হয় কিভাবে?

সমাধান :

আমার ব্যক্তিগতভাবেই জানার খুব ইচ্ছা যে, কুরআনুল কারীমের সম্বোধনকৃত গাধা, কুকুর কিংবা চতুষ্পদ প্রাণী শব্দগুলো নিয়ে নাস্তিকরা এতো উৎসাহী কেন? এ শব্দগুলোর মধ্যে তারা মানব জাতিকেই বা ঢুকালো কেন? বিষয়টা এরকম নয় তো যে, এ শব্দগুলো দ্বারা মানব জাতি সম্বোধিত নয় বরং শুধুমাত্র তারা ও তাদের পূর্বসরীরাই সম্বোধিত!!

গ্রাম বাংলায় প্রচলিত রয়েছে : খাটের নিচে কারো নড়াচড়া টের পেয়ে বাড়ীওয়ালা বলছে যে, খাটের নিচে কে? এরপর খাটের নিচ থেকে প্রসঙ্গ ছাড়া উত্তর : আমি কলা চুরি করিনি!! বিষয়টা তো এ রকমই হলো।

যাই হোক, এবার মূল উত্তরে আসা যাক!

কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত কতিপয় আয়াতে কারীমায় আলোচিত এ শব্দগুলো দ্বারা যেমন পুরা মানব জাতি সম্বোধিত নয় ঠিক তেমনি কোনো সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীও সম্বোধিত নয়। এ শব্দগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ কাফির-মুশরিকদের কৃতকর্ম ও গুণাবলীর আলোকে তাদের শ্রেণীবিন্যাস ও উপমা তুলে ধরেছেন মাত্র। কাফির-মুশরিকদের যে সকল গুণ গাধা, কুকুর, কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর স্বভাবের নামে মিলে যায়, কুরআন শুধু সেগুলোর সাদৃশ্য বর্ণনা করেছে মাত্র। কারণ অবিশ্বাসীরা তো চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট কারণ সকল চতুষ্পদ প্রাণীই তার মনীব ও রবকে চিনে এবং এক আল্লাহর তাসবীহ পড়ে।

কুরআনের বাণী :

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

সাত আসমান ও যমীন এবং এদুয়ের মাঝে যা আছে সব কিছুই তাঁর তাসসীহ বর্ণনা করে। এমন কোনো জিনিসই নেই যা তাঁর প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের মহিমা বর্ণনা করা বুঝতে পার না। আল্লাহ তা'আলা পরম সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।[৬১]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, চতুষ্পদ প্রাণীসহ সকল প্রাণীই আল্লাহর ইবাদত করে। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্য করুন, কুরআনুল কারীম একটা হুদহুদ পাখির কথা তুলে ধরেছে। হুদহুদ পাখি বাদশা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে খবর দিয়ে বললো :

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ () وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾

আমি দেখলাম, এক নারী তাদের ওপর রাজত্ব করছে আর তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে, আর তার এক বিরাট সিংহাসন রয়েছে এবং তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। আর শয়তান তাদের কর্মকে তাদের জন্য চাকচিক্যময় করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে রেখেছে। ফলে তারা সৎ পথ পায় না।[৬২]

হুদহুদ পাখিসহ সকল প্রাণী আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, সিজদা ও তাসবীহ বা মহিমা বর্ণনার গুরুত্ব বুঝলেও ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে তাওরাতের বাহক হওয়ার পরও তারা এটার পবিত্রতা বোঝেনি। প্রশ্নে উল্লেখিত প্রথম আয়াত যেখানে মানুষকে গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ আয়াতটি ইহুদিদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছিল। প্রায় ৩০০০ তিন হাজার বছর যাবৎ তারা তাওরাত পিঠে করে বহন করার পরও তাওরাতের মর্যাদা, হেদায়াত, মর্মকথা কিছুই অনুধাবন করতে পারল না, অনেক সুযোগ থাকার পরও তাওরাতের কল্যাণে তারা শ্রেষ্ঠ জাতি হতে পারলো না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা অভিশপ্ত জাতি। ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর ইতিহাসে এতো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা জাতি পৃথিবীর কোথাও স্থায়ী হতে পারেনি। যেমনটা গাধা সারা জীবন পিঠে করে সোনা, রূপা, হিরা, পান্নাসহ অনেক মূল্যবান সামগ্রীর বোঝা বহন করলেও সে এগুলোর মূল্য বোঝে না।

---

[৬০] *সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ১৭৯।*

[৬১] *সূরা আল-ইসরা আয়াত : ৪৪।*

[৬২] *সূরা আন-নামল আয়াত : ২৩-২৪।*

প্রশ্নে উত্থাপিত দ্বিতীয় আয়াত যেখানে মানুষকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কুকুরের স্বভাব হলো সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় জিহ্বা লম্বা করে বের করে রাখা এবং কুকুরকে সব থেকে দামি রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়ালেও মলের প্রতি তার আসক্তি কমে না। অর্থাৎ তার স্বভাবটা অপরিবর্তনীয়। অনুরূপ কাফির -মুশরিকরা সদা সর্বদা অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের ওপর অবিচল থাকে।

কুরআন বলছে : ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ কাফিরদেরকে তুমি সতর্ক কর কিংবা না কর উভয় অবস্থাতেই তারা সমান, তারা ইমান আনবে না।[৬৩]

শুধু কি কুরআনই এমন সম্বোধন করেছে?

বাইবেল তো আরো কঠোরভাবে সম্বোধন করেছে। যেমন: ওহে মুর্খ ও অন্ধরা।[৬৪]

তোমরা কুকুরদের (ইহুদীদের) পবিত্রতা দান কর না এবং শুকরদের সামনে তোমরা চল না।[৬৫]

এ ছাড়া লুক সু-সমাচারে গাধা, নিউটেস্টামেন্টে অভিশপ্ত সন্তান, ছাগল, সাপসহ আরো নিম্ন মানের সম্বোধন করা হয়েছে। নাস্তিক বাবুরা সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে না কেন?

সংশয়-১৫

তোমরা মুসলিমরা দাবি কর যে, কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।[৬৬]

কুরআনের এ ঘোষণার পরও তাতে হিব্রু, ফার্সী ও হাবশী ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। যেমন : **الأرائك**। আল আরাইক (উচ্চ আসন), **قسورة** কাসওয়ারাহ (সিংহ), **أباريق** আবারীক্ব (কেতলী), **قمطريرا** ক্বামত্বরিরা (ভীতিপ্রদ) **سجيل** সিজ্জীল (পোড়ামাটির কঙ্কর) **الانجيل**। আল-ইঞ্জিল (আসমানী কিতাব যা ঈসা (আলাইহিস সালাম) ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো এসব শব্দ মোটেও আরবী নয়। তাহলে কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষার কিতাব হলো কিভাবে?

সমাধান :

কুরআনুল কারীমের ওপর আরোপিত এ অভিযোগটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ দুনিয়াতে এমন কোনো ভাষার অস্তিত্ব নেই যে ভাষাতে ভিন্ন কোনো ভাষার উপস্থিতি নেই। আমার মাতৃভাষা বাংলার কথা যদি বলি তাহলে বলবো, বাংলায় প্রায় ৭৫,০০০ পৃথক শব্দ রয়েছে, তার মধ্য হতে ৫০২৫০ অর্থাৎ ৬৭% শব্দ তৎসম সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। ২১০০০ অর্থাৎ ২৮% শব্দ তদ্ভব শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর ৫০০০ পাঁচ হাজার শব্দ বিদেশী ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো বাংলা ভাষার ১টা শব্দও নিজস্ব নয় বরং অন্য ভাষা হতে ধরা নেওয়া হয়েছে। যে ভাষাগুলো থেকে শব্দগুলো বাংলায় স্থান লাভ করেছে সে শব্দগুলোকে নিজ নিজ ভাষায় ফেরত দিলে আধুনিক বাংলা ভাষার কোনো অস্তিত্ব থাকবে? আর আন্তর্জাতিক ভাষা বলে পরিচিত ইংরেজি ভাষা তো ৩৫০টি ভাষা হতে শব্দ নিয়ে গঠন হয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজিরও নিজস্ব কোনো শব্দ নেই সবই ধার করা!!

এর অর্থ দাঁড়ায়, ইংরেজি কিংবা বাংলাতে কোনো লেখক কোনো বই কিংবা প্রবন্ধ রচনা করলে তাতে বাংলা কিংবা ইংরেজির একটিও নিজস্ব শব্দ থাকে না, সবই ধার করা শব্দ। কুরআনের স্বল্প কয়েকটি উৎপত্তিগত অনারব শব্দ নিয়ে অভিযোগ তোলার পূর্বে নিজের মাতৃভাষা বাংলা, আন্তজার্তিক ভাষা খ্যাত ইংরেজি ভাষার এ দুরবস্থার বিষয়টি ভাবা উচিৎ ছিল না? এবার মূল কথায় আসি, প্রত্যেক ভাষাতে এমন কিছু বিদেশি শব্দ রয়েছে যার কোনো অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। যেমন বাংলা ভাষাতে টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, নেটওয়ার্ক, মাদরাসা, মসজিদ, মহব্বত, ইন্তিকাল, ইনকিলাব, পুরি, পেস্তা, গাজর, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, চঙ, ঝাড়ু, আব্বা, চাচা-চাচি ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর উচ্চারণের সাথে তার আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন পড়ে না বরং শব্দগুলো উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই শব্দগুলো দ্বারা উদৃষ্ট বস্তুগুলো উপলব্ধিতে এসে যায়, তার আক্ষরিক অর্থের কোনো প্রয়োজন পরে না। কারণ শব্দগুলো বাংলায় ব্যবহারাধিক্যের কারণে বাংলা ভাষায় একটি জায়গা করে নিয়েছে এবং বাংলা ভাষায় রূপলাভ করেছে।

ঠিক তেমনই কুরআনে উল্লেখিত অনারব শব্দগুলো আরবীতে অধিক ব্যবহারের কারণে আরবী ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে বিধায় শব্দগুলো এখন আরবী ভাষার শব্দ। এতে অভিযোগ কিংবা সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

[৬৩] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৬।*
[৬৪] *ম্যাথিও ২৩- ১৯।*
[৬৫] *ম্যাথিও ৭-৬*
[৬৬] *সূরা আশ-শুআরা আয়াত : ১৯৫।*

বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার জন্য মক্কার পার্লামেন্টে যে লোমহর্ষক সিদ্ধান্ত পাস হয়

অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের★

(শেষ পর্ব)

বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার জন্য পার্লামেন্টে গৃহীত পরিকল্পনায় রাতটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোরে কোরায়শরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলো, রাসূল ﷺ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছেন। ফলে তারা উম্মাদ হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে তারা প্রথমেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর আক্রমণ শুরু করে। তাঁকে টেনে- হেঁচড়ে কাবা ঘরে নিয়ে ঘণ্টাখানেক আটকে রাখে। তারা মনে করেছিল, তাঁর কাছ থেকেই রাসূল ﷺ এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সন্ধান পেয়ে যাবে।[৬৭]

কিন্তু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ থেকে তারা কোনো কিছুই জানতে পারেনি। এরপর তারা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ীতে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। আগন্তুকরা তাকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার আব্বা কোথায়? আসমা বললেন, আল্লাহর কসম আমি জানি না। এ জবাব শুনে দুর্বৃত্ত আবূ জাহাল আসমার গালে এতো জোরে চড় মারে যে, তার কানের বালি খুলে যায়।[৬৮]

অতঃপর কোরায়শ নেতারা কোনো তথ্য যোগাড় করতে না পেরে জরুরি এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলো, রাসূল ﷺ এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু- কে গ্রেফতার করার জন্য সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারা মক্কার বাইরে যাওয়ার সকল পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলো এবং সাথে সাথে সাধারণ ঘোষণাও দিল যে, যদি কেউ মুহাম্মদ এবং আবু বকর এ দুজনের একজনকে জীবিত অথবা মৃত হাজির করতে পারে তাহলে এক এক জনের পরিবর্তে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।[৬৯]

এ ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে পদচিহ্ন বিশারদগণ তৎপর হয়ে সর্বত্র চষে বেড়াতে থাকে, কিন্তু তাদের বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি।

উল্লেখ্য, অনুসন্ধানকারীরা একশত উট প্রাপ্তির আশায় খুঁজতে খুঁজতে গারে সওর গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তো বাস্তবায়িত হবেই। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে গুহায় ছিলাম, মাথা তুলতেই দেখি, লোকদের পা দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কেউ যদি একটুখানি নিচের দিকে তাকায় তবে সুনিশ্চিত আমাদেরকে দেখতে পাবে। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আবু বকর, চুপ করো, মনে রেখো আমরা এখানে দু'জন নই আমাদের সাথে আরো একজন হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।[৭০]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! এটা ছিলো বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মোজেজা; যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন। কারণ গুহার মুখ পর্যন্ত যেয়ে মাত্র কয়েক কদম ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁদের দেখতে পায়নি।

শুরু করলেন মদীনার পথে যাত্রা : পুরস্কার লোভীদের তিন দিনের টানা অনুসন্ধান তৎপরতা শেষ হলে। মহানবী ﷺ এবং হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। উল্লেখ্য, মরুবিয়ানের পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকেত লাইসীর সাথে পূর্বেই চুক্তি হয়েছিল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দু'জনকে মদীনায় পৌঁছে দেবে। কোরায়শের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর থাকলেও সে বিশ্বস্ত ছিল। এ কারণে মদীনার পথের সওয়ারীগুলো তার দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছিল। তাকে বলেছিলেন, তিন দিন পরে সওয়ারী

★ সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, কলারোয়া।
সাতক্ষীরা ও খতীব, মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ।

[৬৭] রাহমাতুল্লীল আলামীন ১ম খণ্ড পৃ : ১৬।
[৬৮] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃ : ৪৮৭।
[৬৯] সহীহ বুখারী-১ম খণ্ড পৃ : ৫৫৪।
[৭০] সহীহ বুখারী-১ম খণ্ড পৃ : ৫১৬-৫৫৮।

দুটিসহ সওর গুহার সামনে চলে আসবে। তিনদিন পরে অর্থাৎ ১ লা রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার পূর্ণিমার রাতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকেত সওয়ারী নিয়ে আসে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সময় তার দুটি উটনি দেখিয়ে বললেন, হে রাসূল ﷺ আপনি এ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ তবে মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহা সফরের খাদ্য পানীয় নিয়ে উপস্থিত হন; কিন্তু খাদ্য পাত্র লটকিয়ে রাখার জন্য তাতে রশি দিয়ে বাঁধাতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আসমা খাদ্য পাত্র বেঁধে দিতে গিয়ে দেখেন, ভুলক্রমে বাঁধার রশি রেখে এসেছেন। বাধ্য হয়ে তিনি তখন নিজের কোমরবন্ধ খুলে সেটি দু'ভাগ করে ছিঁড়ে খাদ্যপাত্র বেঁধে দেন, অন্য অংশ নিজের কোমরে বাঁধেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিল "খাতুন নেতাকাইন" দু'রশিওয়ালা।[৭১]

অতঃপর রাসূল ﷺ এবং হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রওয়ানা হন। আমের ইবনে ফোহায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুও সঙ্গে ছিলেন। রাহবার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকেত সমুদ্রোকূলের পথে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।

গারে সওর থেকে বেরোবার পর আব্দুল্লাহ তাদের প্রথমে দক্ষিণ দিকে ইয়েমেনের পথে বহুদুর নিয়ে যান। এরপর পশ্চিম মুখ হয়ে সমুদ্রোপকূল ধরে যাত্রা করেন। পরে এমন এক পথে ওঠেন যে পথ সম্পর্কে সাধারণ কোনো লোকের ধারণা ছিল না। সে পথে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এ পথে মানুষের চলাচল খুবই কম ছিল।

বিশ্বনবী এ পথে যেসব স্থান অতিক্রম করেন, ইবনে ইসহাক সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, পথ প্রদর্শক যখন তাঁদেরকে নিয়ে বের হন, তখন মক্কার নিম্নভূমি থেকে বের হন। উপকূল দিয়ে চলার পর ওসফানের নীচু এলাকায় গিয়ে মোড় নেন। তারপর ছানিয়াতুল মোররা হয়ে লকফের বিয়াবান অতিক্রম করেন। এরপর হুজ্জাজ বিয়াবানে পৌঁছে সেখান থেকে মোজাহ মোড় অতিক্রম করে গায ওয়াইন মোড়ের নিম্ন ভূমিতে পথ চলেন। তারপর যি কেশরার মাঠে প্রবেশ করে জুদাজুদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজাদে পৌঁছান। এরপর তায়াহহুন বিয়াবানের পাশের যু-সেলম প্রান্তর অতিক্রম করেন। সেখান থেকে আবীদ, তারপর ফাজা অভিমুখে রওয়ানা হন। তারপর আরজে অবতরণ করেন। পরে রাকুবার ডান পাশ দিয়ে সানিয়াতুল আয়ের দিকে পথ চলেন এবং নেম উপত্যকায় অবতরণ করেন। সবশেষে কুবায় গিয়ে পৌঁছেন।[৭২]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ মদীনার কুবা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার যে রাস্তার বর্ণনা আমরা উপরোক্ত ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে জানতে পারলাম তাতে তো রীতিমতো অবাক এবং বিশ্বয় প্রকাশ ছাড়া কোনো উপায় নেই এবং মনের অজান্তে এ কথা বলতেই হয়, হে আল্লাহ! তোমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কী অবর্ণনীয় কষ্ট, যাতনা আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ করেছেন শুধুমাত্র আমাদের ইহকালীন এবং পরকালীন মঙ্গলের জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

কোবায় অবস্থান : নবুয়াতের চতুর্দশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল, ১লা হিজরী মোতাবেক ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার রাসূল ﷺ কোবায় অবতরণ করেন।[৭৩]

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মদীনার মুসলমানরা মক্কা থেকে রাসূল ﷺ-এর রওয়ানা হওয়ার খবর জেনে গিয়েছিলেন। এ কারণে তারা ভোরেই হাররার দিকে বেরিয়ে রাসূল ﷺ-এর পথ পানে চেয়ে থাকতেন আর দুপুরের কড়া রোদে ফিরে আসতেন। একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেছেন। এ সময় এক

[৭১] *সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃ : ৫৫৩-৫৫৫, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃ : ৪৮৬*

[৭২] *ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃ : ৪৯১, ৪৯২।*

[৭৩] *রাহমাতুল্লীল আলামীন ১ম খণ্ড পৃ : ৪০২।*

ইহুদী কিছু একটা দেখতে নিজের টিলার ওপর ওঠে। সে দেখল রাসূল ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীরা সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে আসছেন। যাদের থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। আনন্দের আতিশয্যে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, শোন হে আরববাসী! তোমাদের সৌভাগ্য রবী আসছে; তোমরা যার অপেক্ষা করছিলে। এ কথা শোনামাত্রই মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল ﷺ- কে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়েন।[৭৪]

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, সাথে সাথে বনী আমর ইবনে আওফের মধ্যে শোরগোল এবং তাকবীর ধ্বনী শোনা যায়। মুসলমানরা রাসূল ﷺ-এর আগমনের খুশীতে তাকবীর ধ্বনী দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে বেরিয়ে পড়েন। তারা পতঙ্গের মতো রাসূল ﷺ-এর চারপাশে একত্রিত হয়। সে সময় রাসূল ﷺ ওপর শান্তি স্বস্তি ছেয়ে ছিল। তাঁর ওপর তখন কুরআনের সূরা তাহরীম এর ৪ নং আয়াত নাযিল হচ্ছিলো। আল্লাহ তা'আলাই তাঁর বন্ধু রাসূল। জিবরাঈল এবং সৎ কর্মপরায়ণ মোমেনরাও উপরন্তু ফেরেশতারা তাঁর সাহায্যকারী।

রাসূল ﷺ-এর অভ্যর্থনা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য সমগ্র মদীনায় জনতার ঢল নামতে থাকে। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। মদীনার মাটি এ ধরনের দৃশ্য অতীতে কোনো দিন দেখেনি। ইহুদীরাও এ দৃশ্য দেখার প্রতীক্ষা করছিল। কোবায় রাসূল ﷺ কূলসুম ইবনে হেদাম এর ঘরে অবস্থান করেন। ওদিকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় তিন দিন অবস্থান করে রাসূল ﷺ-এর নিকট মানুষের রাখা আমানতগুলো আমানতকারীদের বুঝিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটেই মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং কোবায় কুলসুম ইবনে হেদামের বাড়ীতে রাসূল ﷺ-এর সাথে মিলিত হন।[৭৫]

কোবায় রাসূল ﷺ মোট ৪ দিন, (সোম, মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার) অথবা দশ দিনের বেশি অথবা পৌঁছানো এবং রওয়ানার দিন বাদে ২৪ দিন অবস্থান করেন। এ সময়েই তিনি মসজিদে কোবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নামাজ আদায় করেন। নবুয়াতের পর এটাই প্রথম মসজিদ। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু- কে পেছনে নিয়ে সওয়ারীতে অবস্থান করে তাঁরা মাতুলগোত্র অভিমুখে রওয়ানা হন। বনু সালেম ইবনে আওফের আবাসে পৌঁছার পর জুমার নামাজ-এর সময় হওয়ায় তিনি জুমার নামাজ আদায় করেন। বর্তমানে সেখানে একটি মসজিদ রয়েছে। এ জুমার জামাতে একশত মুসুল্লী ছিলেন।[৭৬]

উল্লেখ্য, বনু সালেম ইবনে আওফের মহল্লায় জুমার নামাজ আদায়ের পর রাসূল ﷺ মদীনায় গমন করেন। সেদিন থেকেই ইয়াসরেবের নাম (মদীনাতুর রাসূল) বা রাসূল ﷺ-এর শহর সংক্ষেপে মদীনা হয়ে যায়। এ দিনটি একটি ঐতিহাসিক দিন ছিলো। এ দিন মদীনার অলিতে গলিতে আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছিলো। আর আনসারদের কন্যা শিশুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গান গাইছিলো যার অর্থ নিম্নরূপ :

দক্ষিণের সেই পাহাড় থেকে উদয় হলো মোদের
ওপর চতুর্দশীর চাঁদ।
আল্লাহর শোকর আদায় করা কর্তব্য মোদের
সবার।
তোমার আদেশ পালন আর আনুগত্য কর্তব্য
মোদের সকলের, পাঠিয়েছেন তোমায় আল্লাহ
সর্বশক্তিমান।[৭৭]

পরিশেষে সম্মানীত পাঠকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে বলতে চাই. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ২৬ নং আয়াতটি। যথা-

এর অর্থ কি আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্বনবী রাসূল ﷺ-এর জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি? নিশ্চয়ই আমরাও যদি নিজেদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি করতে পারি Completely surrender তাহলে আমাদের জীবনেও সকল ক্ষেত্রে সফলতা আসবে ইনশা আল্লাহ।❑❑

[৭৪] *সহী বুখারী-১ম খণ্ড পৃ : ৫৫৫।*
[৭৫] *যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড পৃ : ৫৪ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃ : ৪৯৩।*
[৭৬] *সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃ : ৫৫৫- ৫৬০।*
[৭৭] *যাদুল মাআদ ৩য় খণ্ড পৃ : ১০, রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড পৃ : ১০৬।*

সৃষ্টি জীবের প্রতি ইহসান : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মোহাম্মাদ মিযানুর রহমান★

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৬. প্রতিবেশীদের 'দ্বীন ইসলামের জ্ঞান' শিক্ষা দেয়া :

عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن جده قال خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات مرة فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: «ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؟

'আব্দুর রহমান বিন আবাযি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো একদিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এরপর মুসলমানদের একটি দলের উত্তমরূপে প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন : 'লোকদের কী হ'ল যে, প্রতিবেশীদের বুঝায় না, তাদেরকে শিক্ষা দেয় না, তাদেরকে উপদেশ দেয় না, তাদেরকে (সৎ কাজের) আদেশ দেয় না এবং (অসৎ কাজের) নিষেধ করে না'।[৭৮]

দ্বীনের জ্ঞান এমন এক বিষয় যা নারী-পুরুষ সকলের জন্য অর্জন করা যেমন ফরয, তেমনিভাবে দ্বীন বিষয়ে যে যতটুকু জ্ঞান রাখে, তা অন্যের নিকট তুলে ধরা ঈমানী দায়িত্ব-ও বটে। এ ক্ষেত্রে আলেম শ্রেণীর দায়িত্ব হ'ল নিজ প্রতিবেশীদের দ্বীন শিক্ষা দেয়া, সাপ্তাহিক এবং মসজিদভিত্তিক তালীমী বৈঠক করা। শিশু-কিশোরদের মক্তবে দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭. প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদান ও অধিকার হরণ না করা :

আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, **من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره** যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়,।[৭৯]

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه

'প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করবে না, যা বাতাস চলাচলে বাধাগ্রস্থ করে'।[৮০]

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله جهنم.

'যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতিবেশীর এক বিঘত (অল্প পরিমাণ) জমি নিয়ে নিবে, এর পরিণামে কিয়ামতের দিন সাত বিঘত পরিমাণ জমি তার গলায় পেঁচিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে'।[৮১]

প্রতিবেশীর অধিকার ক্ষুন্ন করা ও কষ্ট দেয়ার পরিণতি :

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম কারণ : আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এক ব্যক্তি বলল,

يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها، وصيامها، وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: «هي في النار»

'হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অমুক মহিলা অধিক হারে সলাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং দান

★ রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

৭৮ মুনাযিরী : আত-তারগীত ওয়াত-তারহীব তাহক্বীক : ইব্রাহীম শামসুদ্দীন হা : ২০৪।

৭৯ সহীহ বুখারী হা : ৬০১৮, আহমাদ হা : ৭৬২৬।

৮০ আবু বকর মোহাম্মাদ বিন জাফর, মাকারিমুল আখলাক ওয়া-মাআ'লিবুহা ওয়া-মাহমুদু তরায়িকুহা, তাকদীম ও তাহক্বীক : আইমান আব্দুল জাবির আল-বুহাইরী, প্রকাশনায় : দারুল আফাক আল-আরাবিয়্যাহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হিঃ- ১৯৯৯ খৃ., পৃ. ৯৪।

৮১ আবু মোহাম্মাদ আল-হারেছ বিন মোহাম্মাদ আল-বাগদাদী, বাগীয়্যাতুল বাহিছ আন-যাওয়াইদ মোছনাদুল হারিস, হাদীস বাছাইকারী : আবুল হাছান নূরুদ্দীন আলী বিন আবী বক্কর, তাহক্বীক : ড. হোসাইন আহমাদ ছলেহ আল-বাকিরী, প্রকাশনায় : মারকায খাদেমুস্সুন্নাহ ওয়াস্সীরাতু আন-নববীয়্যাহ- আল-মদীনাতুল মোনাওয়ারাহ, প্রথম সংস্করণ : ১৪১৩ হি.-১৯৯২খৃ., পৃ. ১/৩০৯।

৪০. আহমাদ হা : ৯৬৭৫।

সাদাকাহ করে, কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। উত্তরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সে জাহান্নামী' (৪০)

ইমাম কুরতুবী : (মৃত্যু: ৬৭১ হিঃ) প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদান ও মর্যাদা বিনষ্ট করার প্রতিবাদে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করে বলেন :

فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرا لجاره كاشفا لعوراته، حريصا على إنزال البوائق به كان ذلك منه دليلا على فساد اعتقاد ونفاق، فيكون كافرا، ولا شك أنه لا يدخل الجنة، وأما على امتهانه بما عظم الله من حرمة الجار، ومن تأكيد عهد الجوار فيكون فاسقا فسقا عظيما، ومرتكب كبيرة يخاف عليه من الإصرار عليها أن يختم له بالكفر، فإن المعاصي بريد الكفر، فيكون من الصنف الأول، فإن سلم من ذلك ومات بلا توبة، فأمره إلى الله.

'যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে ও তার গোপনাঙ্গ উন্মোচন করে এবং প্রতিবেশীর ওপর বিপদ ডেকে আনতে তৎপর হয়, এটি তার পক্ষ থেকে ভ্রান্ত আক্বীদা বা বিশ্বাস এবং মোনাফিকির প্রমাণ বহন করে। অতঃপর এর পরিণামে সে কাফেরে পরিণত হবে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতিবেশীর মর্যাদাকে আল্লাহ তা'আলা যে সম্মানিত করেছেন, তা অপদস্থ করা মহাপাপে পরিণত করে। আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে পাপের সান্নিধ্যে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তিকে বড় পাপীতে পরিণত করে। অতঃপর চলমান বড় পাপের সম্পাদনকারীর কুফরে পরিণতির ভীতি রয়েছে। নিশ্চই পাপ হ'ল কুফরের দূতস্বরূপ, যা কুফরের দিকে নেওয়ার জন্য প্রথম ধাপ। অতঃপর পাপী যদি এ সমস্ত দুরাচারপূর্ণ কর্ম হতে বিরত থেকে (তওবা করে, তবে বাঁচতে পারবে) আর তওবা না করে মারা গেলে তার বিষয়টি আল্লাহর দিকেই ন্যস্ত।[৮২]

পিতা-মাতার প্রতি ইহসান :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

অর্থ : 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।[৮৩]

আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি ইহসানের গুরুত্ব বুঝাতে বিষয়টি তাওহীদ বা 'আল্লাহর একত্ববাদ'-এর সাথে মিলিত করে বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

অর্থ : 'তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে'।[৮৪]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, কারো প্রতি পিতা-মাতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও সে ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও সে ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন'।[৮৫]

আল্লাহর নবী ﷺ -এর নিকট জনৈক ব্যক্তি জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তার পিতা-মাতা জীবিত আছে জানার পর তিনি পিতা-মাতার সেবায় জিহাদ করার নির্দেশ দেন এবং জিহাদে গমন থেকে বিরত

---

[৮২] মোহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী আয্যুরক্বানী শরহু আয্যুরক্বানী আলা মোআত্তা আল-ইমাম মালেক। তাহক্বীক : ত্বহা আব্দুর রউফ সা'আদ, প্রকাশনায় : মাকতাবাতু আস্সাকাফাতু আদ্দিনীয়্যাহ কায়রো। প্রথম সংস্করণ : ১৪২৪ হি.- ২০০৩ খৃ., পৃ. ৪/৪৭৮।

[৮৩] সূরা আল-ইসরা আয়াত : ২৩।

[৮৪] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৩৬।

[৮৫] মোসতাদরাকে হাকিম আলা-সহীহাইন হা : ৭২৪৯, শো'বুল ঈমান হা : ৭৪৪৭, বাগাবী শরহুস্সুন্নাহ হা : ৩৪২৩।

রাখেন।[৮৬] পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণকারীর পরিণতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সমস্ত পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলা যতটা ইচ্ছা কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করবেন, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি ব্যতীত'(৪৪)

এ ব্যক্তি দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করলেও আখেরাতের শাস্তি থেকে সে কখনো পরিত্রাণ পাবে না। কেননা দুনিয়ার শাস্তি হ'ল তার জন্য সতর্কতা মাত্র। গর্ভ ধারণের কষ্ট থেকে শুরু করে পৃথিবীতে পদার্পণের পর সন্তানের লালন-পালনের যে কষ্ট পিতা-মাতা স্বীকার করেন, তা কোনো ভাবেই প্রতিদান বা সদাচরণ করে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। শৈশবের দুর্বল দেহ মাতৃকোলে লালিত পালিত হয়ে যৌবনে সৌর্য-বীর্যের অধিকারী সন্তান যদি পিতা-মাতাকে অন্ন, বস্ত্র বা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং দূরাচারপূর্ণ আচরণে তাঁদের ঘরছাড়া করে, তবে সে সন্তানের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস অপেক্ষা করছে।

নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়দের প্রতি ইহসান :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾

অর্থ : তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক কর না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে।[৮৭]

নাসের আস-সাদী : (মৃত: ১৩৭৬ হিঃ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

ويشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله.

'আয়াতটি কথা ও কাজের দ্বারা আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সমস্ত আত্মীয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কথা ও কাজের দ্বারা তার অনুগ্রহকে ছিন্ন না করা বুঝায়'।[৮৮]

আত্মীয়দের প্রতি ইহসান বা সদাচরণের গুরুত্ব :

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সবচাইতে বেশি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল : {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} 'তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না'।[৮৯] তখন আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য বা নেকী লাভ করতে পারবে না'।[৯০] আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সাদাকাহ করা হ'ল, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করুন। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন।[৯১] (চলবে ইনশাআল্লাহ)

---

[৮৬] *সহীহ মুসলিম হা : ২৫৪৯, তিরমিযী হা : ১৬৭১, নাসাঈ হা : ৩১০৩, আহমাদ হা : ৬৫৪৩।*

৪৪. আদাবুল মুফরাদ হা : ৫৯১, আবু দাউদ হা : ৪৯০২, তিরমিযী হা : ২৫১১, ইবনু মাজাহ হা : ৪২১১, আহমদ হা : ২০৩৭৪।

[৮৭] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ৩৭।*

[৮৮] *আব্দুর রহমান বিন নাসের আস-সাদী, তাইসীরু আল-কারীমুর রাহমান ফি-তাফসীরী কালামিল মান্নান, তাহক্বীক : আব্দুর রহমান বিন মাআলা আল-লুওয়াইহিক, প্রকাশনায় : মোআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ : ১৪২০হি:-২০০০ খৃ., পৃ. ১৭৭।*

[৮৯] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯২*

[৯০] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯২*

[৯১] *সহীহ বুখারী হা : ১৪৬১, আহমাদ হা : ১২৪৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান হা : ৩৩৪০, শরহুস্‌সুন্নাহ বাগাবী হা : ১৬৮৩।*

এক নজরে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখক : আবু আব্দুর রহমান মুকবিল বিন হাদী আল-ওদিয়ী।
আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক আল-মাদানী *

যেসকল মুহাদ্দিস তাদের কিতাবে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস লিপিবদ্ধ করার শর্ত করেছেন, এমন মুহাদ্দিস এর সংখ্যা আটজন।

কিতাব ও লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল ।

১. প্রসিদ্ধ নাম : সহীহ আল-বুখারী।

পূর্ণ নাম : আল জামে', আল মুসনাদ, আস-সহীহ, আল-মুখতাসার, মিন উমুরী রসূলিল্লাহ ﷺ, ওয়া সুনানিহী, ওয়া আয়্যামিহ্।

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه .

লেখক : আল ইমাম, আমিরুল মু,মিনীন ফিল হাদীস, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহীম বিন মুগিরা বিন বারদিযবাহ্ আল-জুফী, আল-বুখারী।

(জন্ম ১৯৪হিঃ, বর্তমান উজবেকিস্তান এর বুখারা নগরীতে। মৃত্যু ২৫৬ হিঃ)।

২. প্রসিদ্ধ নাম : সহীহ মুসলিম।

পূর্ণ নাম : আল মুসনাদ, আস-সহীহ, আল-মুখতাসর, বি-নাকলিল আদলি আনিল-আদলি, ইলা রাসূল ﷺ।

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

লেখক : আল ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ বিন মুসলিম আল-কুশাইরী, আন-নায়সাবুরী।

(জন্ম ২০৬ হিঃ বর্তমান ইরানের নিশাপুর বা নায়সাবুর শহরে। মৃত্যু : ২৬১ হিজরী)

উল্লেখ্য, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। বাকি কিতাবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ বা বিশুদ্ধ, বিষয়টি এমন নয়, বরং লেখকগণের মতে সহীহ। সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ না হলেও কিতাবগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কেননা লেখকগণ তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে বিশুদ্ধ হাদীসগুলো একত্র করার চেষ্টা করছেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন, ইমাম ইবনু খুযাইমা (রহমাহুল্লাহি আলাইহি)।

৩. প্রসিদ্ধ নাম : সহীহ ইবনু খুযাইমা।

পূর্ণ নাম : মুখতাসারুল মুখতাসার মিনাল মুসনাদ, আস-সহীহ, আনিন নাবিয়্যি ﷺ।

*** مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم .**

*** المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة .**

লেখক : আল-ইমাম, আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমা আন নায়সাবুরী।

(জন্ম ২২৩ হি : বর্তমান ইরানের নিশাপুর বা নায়সাবুর শহরে। মৃত্যু : ৩১১ হিজরী)

৪. প্রসিদ্ধ নাম : সহীহ ইবনু হিব্বান।

পূর্ণ নাম : আল-মুসনাদ, আস-সহীহ, আলাত-তাক্বাসীম, ওয়াল আন্ওয়া, মিন গইরি ওজুদি ক্বত্যায়িন ফি সানাদিহা ওলা সুবূতা জারহিন ফি না-কিলীহা।

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها .

লেখক : আল-ইমাম, আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান আত-তামিমী আল-বুসতী।

(জন্ম : ২৭৩ হিজরী, বর্তমান আফগানিস্তান-এর সিস্তান ও হিরাত এর মধ্যবর্তী বুসত অঞ্চলে। মৃত্যু : ৩৫৪ হিজরী।)

৫. প্রসিদ্ধ নাম : সহীহ ইবনুস সাকান।

পূর্ণ নাম : আস-সুনান, আস-সিহাহ্, আল-মা'ছুরা।

* অধ্যায়নরত, (হায়ার ডিপ্লোমা, আরবী ভাষা অনুষদ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মদিনা, সৌদি আরব।)

السنن الصحاح المأثورة .

লেখক : আল-ইমাম, আবু আলী সাঈদ বিন উসমান বিন সাঈদ বিন আস-সাকান, আল-মাসরী, আল-বাযযায।

(জন্ম : ২৯৪ হিজরী, বাগদাদ। মৃত্যু : ৩৫৩ হিজরী, মিসর।)

৬. প্রসিদ্ধ নাম : আল-মুনতাক্বা লি ইবনিল জারূদ।

পূর্ণ নাম : আল-মুনতাক্বা ফিস-সুনান।

المنتقى في السنن.

লেখক : আল-ইমাম, আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন আল-জারূদ আন-নায়সাবুরী।

(জন্ম : ২৩০ হি: বর্তমান ইরানের নিশাপুর বা নায়সাবুর শহরে। মৃত্যু : ৩০৭ হিজরী)।

৭. প্রসিদ্ধ নাম : মুসতাদরাক-ই হাকেম।

পূর্ণ নাম : আল-মুসতাদরাক আলা আস-সহীহায়ন।

المستدرك على الصحيحين .

লেখক : আল-ইমাম, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যব্বী আন-নায়সাবুরী।

তিনি ইমাম হাকেম নামেই বেশি প্রসিদ্ধ।

(জন্ম : ৩২১ হিজরী, বর্তমান ইরানের নিশাপুর বা নায়সাবুর শহরে। মৃত্যু : ৪০৫ হিজরী।)

৮. প্রসিদ্ধ নাম : আল-আহাদীস আল-মুখতারা লি জিয়া আল-মাকদিসী।

পূর্ণ নাম : আল-আহাদীস আল-মুখতারা।

الأحاديث المختارة .

লেখক : আল-ইমাম, জিয়াউদ্দীন

বি : দ্র :

০১. সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়, সর্বসম্মতিক্রমে সকল মুহাদ্দিস, ফক্বীহসহ সকলের নিকট বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ রূপে গৃহীত।

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরে যেসব গ্রন্থের নাম উল্লেখিত হয়েছে, তা সকলের নিকট বিশুদ্ধ এমনটি নয়। তবে, তাতে উল্লেখিত অধিকাংশ হাদিস বিশুদ্ধ। এবং উক্ত গ্রন্থসমূহের লেখকগণের দৃষ্টিতে, তাদের গ্রন্থে উল্লেখিত সকল হাদিস বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। কিন্তু! বাস্তবে তা নয়।

০২. সহীহ হাদিস শর্ত করার কারণেই তাদের গ্রন্থসমূহ সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিম-এর পরেই স্থান পায়নি। বরং বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উক্ত গ্রন্থগুলোর চেয়ে মুআত্বা মালেক, সুনানে নাসায়ী এবং সুনানে আবু দাউদ এর মান উপরে।

এছাড়াও আধুনিক যুগে যারা সহীহ হাদিস একত্রিত করার চেষ্টা করছেন, তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনজন।

১. প্রসিদ্ধ নাম : আস-সিলসিলাহ্ আস-সহীহাহ্।

পূর্ণ নাম : সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ্ ওয়া শায়য়ূন মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা।

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها.

লেখক : শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ।

জন্ম : ১৯১৪ খ্রি:, ইউরোপের আলবেনিয়ায়। মৃত্যু : ১৯৯৯ খ্রি :, জর্ডানের রাজধানী আম্মানে।)

২. আল-জামিউল কামিল ফিল হাদীসিস সাহীহিশ শামিল ।

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل.

লেখক : আবু আহমাদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আ'যামী,

যিনি জিয়াউর রহমান আ'যামী নামেই বেশি পরিচিত।

(জন্ম : ১৯৪৩ বিলারিয়াগঞ্জ, যুক্ত প্রদেশ, ব্রিটিশ ভারত, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ, ভারত। মৃত্যু : ৩০ জুলাই ২০২০ মদিনা, সৌদি আরব।)

৩. আল-জামিউস্ সহীহ মিম্মা লায়সা ফিস্ সহীহায়ন।

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين.

আগামীতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সহীহ কিতাবের উপর প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্য পেশ করার চেষ্টা করব । ইনশাআল্লাহ।❐❐

যে পাপের কারণে কবরে শাস্তি হবে

সাইদুর রহমান*

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সুদ ভক্ষণকারী :

রাত দুইটা পনেরো মিনিট। গোটা পৃথিবী আঁধারে ছেয়ে আছে। প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ। তোমার রুমের বাতি নিভাবো। খাটে তুমি আর তোমার স্ত্রী শুয়ে আছো। হঠাৎ তোমার স্ত্রী 'ও মা, ব্যথায় টিকতে পারছি না' বলে উঠলো! এই শুনছেন, আমাকে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। তুমি ঘুম থেকে চোখ ডলতে ডলতে উঠলে। উঠেই প্রশ্ন, 'এতো রাতে কী হয়েছে?' 'আমার কেমন জানি লাগছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।' এতো রাতেই তুমি আবুল মিয়াকে সিএনজি অটোরিকশা বের করার জন্য ফোন দিলে। আবুল মিয়া বিরক্তির সুরে ফোনটা ধরলো। অবশ্য বিরক্ত হবারই কথা! এতো রাতে কেউ ফোন দেয়? 'কে বলছেন?' 'আবুল, আমি তোর কাকা বলছি, তাড়াতাড়ি সিএনজি বের কর। তোর কাকী কেমন জানি করছে।' 'আচ্ছা কাকা, আমি আসছি।' তোমার স্ত্রীকে নিয়ে গেলে একটা হাসপাতালে। ডাক্তার বলছে, 'আপনার স্ত্রীর বড় ধরনের একটা সমস্যা হয়েছে অপারেশন করতে হবে। লাখ খানিক টাকা খরচ হবে।' কথা শুনে তো আপনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এতো টাকা এখন কোথায় পাই। আত্মীয় স্বজন কারো কাছে না পেয়ে গেলেন এক গ্রামের মাতব্বরের কাছে। সে কোনোভাবেই তোমাকে টাকা দেবে না। আর এদিকে তুমি নাছোড়বান্দা। টাকা না নিয়ে যাবে না। তারপর মাতব্বর একটা শর্তে টাকা দিতে রাজি হলো। এক লাখ টাকার বিনিময়ে বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। অর্থাৎ এক লাখ বিশ হাজার দিতে হবে। উপায়ন্তর না পেয়ে তুমি রাজি হলে। এই মাতব্বরের কবরে শাস্তি হবে।

আরো একটা উদাহরণ দেই। কোনো একটা কাজে তোমার টাকার ভীষণ প্রয়োজন। কেউ ধার দিচ্ছে না। অনন্য উপায় হয়ে তুমি সুদ দেয়ার শর্তে ব্যাংক বা কিস্তিতে টাকা নিলে। এই সুদখোরদের কবরে শাস্তি হবে। বর্তমান সুদকে আর কেউ সুদ মনে করে না। মুনাফা বা লাভ মনে করে। ওই যে ক্লাস ফাইভ থেকেই গণিত বইয়ে লেখা আছে, এতো টাকা দিলে এতো টাকা মুনাফা দিতে হবে। ছেলে এখন জাকাতের হিসাব বুঝে না। সুদের হিসাব ঠিকই বুঝে। গ্রাম অঞ্চলে রোবিবার তো কিস্তির পসরা বসে। কাউকে রোবিবার দাওয়াত দিলে বলবে, আমি যেতে পারবো না, আমার কিস্তি আছে। খুব কম মানুষই আছে যারা এর থেকে বিরত আছে। যারা সুদ খায় একে তো তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে,

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

তোমরা যদি তা না করো (সুদ বর্জন না করো) তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও।[৯২]

তারপর তারা পরকালে পাগলের মতো উঠবে,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

যারা সুদ খায় তারা ওই ব্যক্তির মতো উঠবে শয়তান যাকে আঘাত করে পাগল করে দিয়েছে। এর কারণ হচ্ছে তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন আর সুদ হারাম করেছেন।[৯৩]

এর কারণটাও জেনে নাও। ওই যে উপরে বললাম, লোকটা ভীষণ অস্থির হয়ে তোমার কাছে এসেছে আর

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৯২] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৭৯।
[৯৩] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৭৫।

তুমি সুদ ছাড়া টাকা দিবে না। লোকটা যেমন প্রায় পাগলের মতো এসেছিল আর তুমি ওই সময় তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার ওপর সুদ বসিয়ে দিয়েছিলে, এজন্যই তুমি পরকালে পাগলের মতো উঠবে। আরো একটা কারণ আছে। একটা গল্প শোনাই। গ্রীষ্মের কাঠপোড়া কড়কড়ে রোদ। রোদের প্রখরতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন। সময়টা ছিল মধ্যদুপুর। ঘড়ির কাঁটায় দুইটা ছুঁইছুঁই। গাড়িতে বসে আছি। জ্যামে গাড়িগুলো জটলা বেঁধে আছে। ধুলোবালির আস্তরণ গায়ে মাখামাখি করছে।

আমাদের গাড়িটা থেমে আছে এক নর্দমার পাশে। কী বিশ্রী দুর্গন্ধ! গাড়িটা থামার আর জায়গা পেল না। এই জায়গায় থামতে হবে? নাকমুখ চেপে ধরে বসে আছি। এমন সময় চোখ পড়লো এক পাগলের দিকে। হালকা পাতলা গড়নের দেহটা তার। উস্কোখুস্কো কোঁকড়ানো চুলগুলো ধুলোবালিতে জট পাকিয়ে আছে। মলিন চেহারা। ছেঁড়াফাড়া শার্ট-প্যান্ট। পাগলটাকে দেখে আমার বড্ড মায়া হয়। মাঝে মধ্যে হলদে দাঁতে একাকী অট্টহাসি দিচ্ছে। পাগলরা যা করে আর কী! আমি তার আচরণ, গতিবিধি লক্ষ্য করছি। ইত্যবসরে একটা চিত্র আমার নজর কাড়ে। দেখতে পেলাম নর্দমা থেকে একটা হাড্ডি নিয়ে লোকটা কামড়াচ্ছে। কী অদ্ভুত তার কামড়ানোর ভঙ্গি! যে জায়গায় আমরা দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না আর সেখানে আমাদের অবয়বে গড়া এক লোক বহুদিনকার পচা হাড্ডি নর্দমা থেকে উঠিয়ে কামড়াচ্ছে! মনে মনে ভাবলাম মানুষ কত বৈচিত্র্যময়! একটি জিনিস একজন সহ্য করতে পারে না, সামনে আসলেই বমি আসে, নাড়ি ছিঁড়ে ভেতর থেকে সবকিছু বের হওয়ার উপক্রম হয়। আবার ওই একই জিনিস আরেকজন আয়েশ করে খাচ্ছে। দেখো, এই পাগলটা ভালো খাবার ও মন্দ খাবারের মাঝে পার্থক্য করতে পারে নাই বিধায় নর্দমা থেকে খাবার উঠিয়ে খাচ্ছে। অনুরূপভাবে যারা হালাল খাবার ও হারাম খাবারের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে না তারা পাগলের মতো পরকালে উঠবে।

মিলটা কোথায় দেখলে? তোমার কি আক্কেল গুড়ুম? চলো আরো একটু মজার বিষয় তোমাকে দেখাই। তুমি তোমার আশপাশে দেখতে পাবে অমুক বড় ব্যবসায়ীর ক্যান্সার বা খুব ভয়ানক রোগ হয়েছে। খুব কম গরীব আছে যাদের ক্যান্সার বা ভয়ানক রোগ হয়। এর কারণ নিয়ে কোনো দিন ভাবনার চাদর এপাশ ওপাশ করেছো? ধনীরা জাকাত দেয় না। না দিয়ে নিজেরাই খেয়ে ফেলে। এটাকে তারা নিজেদের সম্পদ মনে করে। জাকাতকে আল্লাহ তা'আলা ধনীদের সম্পদের ময়লা আবর্জনা বলেছেন। এখন তুমি যদি ময়লা আবর্জনা খাও তাহলে তোমার ক্যান্সার বা ভয়ানক রোগ হবে না, কার হবে? এখন তুমি বলতে পারো, তাহলে গরীব মানুষ খেলে তাদের ক্যান্সার বা ভয়ানক রোগ হয় না কেন? তোমার উত্তর মেলে ধরছি। তুমি ঢাকা শহরে থাকো। মাঝে মধ্যেই শুক্রবার কোনো না কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানের দাওয়াত থাকে। তুমি দেখবে ফেলে দেয়া খাবার কিছু মানুষ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেন নিয়ে যাচ্ছে? অবশ্যই খাওয়ার জন্য। তুমি কি এই খাবার খাবে? নর্দমা থেকে কিছু মানুষ খাবার উঠিয়ে খাচ্ছে তাদের কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তারা এই খাবার খেয়ে দিব্যি দিন কাটাচ্ছে, তাদের পেট এই খাবার সহ্য করতে পারে। তোমার আমার পেট কি এই খাবার সহ্য করতে পারবে? তুমি এই খাবার খেলে একটু পরই তোমাকে নিয়ে মহাখালী হাসপাতালে যেতে হবে। তোমার ডায়রিয়া কলেরা হয়ে যাবে। দুই তিনবার টয়লেটে গেলে তোমাকে আর চেনা যাবে না। তুমি নিস্তেজ দুর্বল হয়ে পড়বে। আর তারা দেখো কত আয়েশ করে খাচ্ছে। এখান থেকে তুমি কী বুঝলে? একজন মানুষের পেটে একটা খাবার সয়ে যায় আর আরেকজনের পেটে তা সয় না। অনুরূপভাবে তুমি গরীব মানুষের জাকাতের টাকা নিজের মনে করে খেয়ে ফেললে তোমার শরীরে তা সইবে না। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। কারণ তুমি তো ময়লা-আবর্জনা খেয়েছো। আর গরীবের কিন্তু কিছুই হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে টাকা-পয়সা দিয়ে পরীক্ষা করছেন আর তাকে না দিয়ে পরীক্ষা করছেন। তোমার সাথে সুদ নিয়ে অনেক কথাই তো হলো, এবার সুদ খেলে কবরে কী শাস্তি হবে সেটা জেনে নাও।

নবী ﷺ বলেন,

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالاَ آكِلُو الرِّبَا

তারপর আমরা চলতে চলতে রক্তের নদীর নিকটে আসলাম। নদীর তীরে একলোক পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর মাঝে যে লোকটা আছে সে বের হতে চাইলেই অমনি লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে, ফলে সে যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাচ্ছে। এভাবে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যতবার সে এসেছে, ততোবার তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে সে যেখানে ছিল সেখানেই চলে এসেছে। আমি বললাম, এই লোকটি কে? তারা বললো, সুদখোর।[৯৪]

সুদের সর্বনিম্ন পরিণামটা একটু দেখুন।

রাসূল ﷺ বলেন,

" الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ".

'সুদের গুনাহর সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা।'[৯৫]

নবী ﷺ বলেন, জেনে কোনো ব্যক্তি একদিরহাম সুদ খেলে ছত্রিশবার যিনা করার চেয়ে বেশি পাপ হয়।[৯৬]

সুতরাং এখন কোনো ব্যক্তি যদি মায়ের সাথে যিনা করার মতো পাপে জড়াতে চায় তাহলে যেন সুদ খায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের রক্ষা করুন আমীন।

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ،

নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী ও সুদের লেখককে।[৯৭]

কিছু অসাধু মানুষ গ্রামের বিধবা বা দরিদ্র মেয়েকে দিয়ে সুদি কারবার করায়। অবলা নারী দরিদ্র্যতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে একটা পর্যায়ে বাধ্য হয়েই কিস্তি তুলতে বাড়ি বাড়ি যায়। নবী ﷺ-এর একটা হাদীস বারবার মনে পড়ছে।

" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ".

একটা যুগ আসবে, যখন মানুষ কোনো পরোয়াই করবে না যে, সে কীভাবে সম্পদ উপার্জন করছে, হালালভাবে, হারামভাবে![৯৮]

মানুষের জন্য বর্তমানে হালাল ইনকাম করা খুবই কঠিন। সত্যবাদী ব্যবসায়ীরা নবী সিদ্দিক শহীদের সাথে পরকালে হাশর করবে। অথচ বর্তমানে এই ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়। কার থেকে কে বেশি ইনকাম করবে এর প্রতিযোগিতা চলছে। নবী ﷺ ঠিকই বলেছেন,

فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ".

আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দরিদ্র্যতার ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্রবর্তীদের ওপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের বিনাশ করবে, যেমন তাদের বিনাশ করেছে।[৯৯] (চলবে ইনশাআল্লাহ)

[৯৪] *সহীহ বুখারী হা : ১৩৮৬।*
[৯৫] *ইবনু মাজাহ হা : ২২৭৪।*
[৯৬] *মুসনাদ আহমদ হা : ২১৪৫০।*
[৯৭] *নাসাঈ হা : ৫১০৪।*
[৯৮] *সহীহ বুখারী হা : ২০৫৯।*
[৯৯] *সহীহ বুখারী হা : ৩১৫৮।*

তাওহীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

সংকলনে : দেলোয়ার হোসেন বিন বিল্লাল হোসেন*

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد:

ভূমিকা :

মানব ও জিন জাতিকে কেবল তার তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।[১০০]

যাদের একমাত্র সাধনা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। তাওহীদ হচ্ছে দীনের মূলভিত্তি। মানব জীবনে নিঃশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন যেমন, তাওহীদ গ্রহণের প্রয়োজনও তেমনই। যে হৃদয়ে তাওহীদ নেই, তা মৃত, যেন তাতে কোনো প্রাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾

সে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মতো যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না?।[১০১]

সে মৃত ছিল মানে সে কাফির ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে জীবন দান করেছেন। এখানে 'আলো' বলতে 'হিদায়াত এবং ঈমান'কে বুঝানো হয়েছে।' আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি।[১০২]

একজন মুসলিমের জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে তাওহীদের প্রয়োজন। ফজর থেকে যুহর পর্যন্ত আর কোনো ফরয বা ওয়াজিব সলাত নেই; অর্থাৎ এসময়ে কাউকে আবশ্যিকভাবে আর কোনো সলাত আদায় করতে হয় না। তার মানে সলাত এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তা সময় ছাড়া আদায় করা যরূরী নয়। কিন্তু তাওহীদ এমন একটি ফরয কাজ, যা প্রতিটা মুহূর্তেই যরূরী। এক মুহূর্তের জন্যও যদি কেউ তাওহীদশূন্য হয়ে যায়, তাহলে সে অমুসলিম হয়ে যাবে। দুনিয়াবী শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই তাওহীদ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যে মুমিন অবস্থায় সৎআমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।[১০৩]

মূলতঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা না সৃষ্টি করেছেন দুনিয়া-আখিরাত, না মানুষ, না জান্নাত, না জাহান্নাম। এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জিহাদের নিশানও উড্ডয়ন হয়নি, রক্তও ঝরেনি।

তাওহীদের পরিচয় : তাওহীদ শব্দটি মুসলিম সমাজে একটি সুপরিচিত শব্দ হলেও এর সঠিক পরিচয় অনেকের কাছে অজানা। এজন্য বহু মুসলিম ব্যক্তি তাওহীদের বাণীর স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও তাওহীদ-এর বিপরীত কর্মকাণ্ডে হাবুডুবু খাচ্ছে। আবার অনেকে তাওহীদের নামে সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

---

* অধ্যয়নরত, গোরাইপুর মাদরাসা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

[১০০] সূরা আয-যারিয়াত আয়াত : ৫৬।

[১০১] সূরা আল-আনআম আয়াত : ১২২।

[১০২] সূরা আশ-শূরা আয়াত : ৫২।

[১০৩] সূরা আন-নাহল আয়াত : ৯৭।

তাওহীদ-এর শাব্দিক অর্থ হলো : جعل الشيء واحدا অর্থাৎ কোনো কিছুকে এক করে দেওয়া, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে যাবতীয় শরিক হতে মুক্ত করে ইবাদতের জন্য একমাত্র আল্লাহকে একক গণ্য করাই হল 'তাওহীদ'।

তাওহীদ-এর প্রকারভেদ : কুরআন-হাদীস গবেষণা করে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম তাওহীদের তিনটি প্রকার উদ্ঘাটন করেছেন এবং তারা দেখেছেন যে, তাওহীদ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় এ তিন প্রকারের বাইরে নয়। সেগুলো হচ্ছে-

(ক) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ تَوْحِيدُ الربوبية :

(খ) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّ :

(গ) তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াস-সিফাত تَوْحِيدُ الْأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ :

(ক) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ : (প্রতিপালনে আল্লাহর একক্ত্ব)

একমাত্র আল্লাহকে সবকিছুর পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবনদাতা, মরণদাতা, আইনদাতা ও সবকিছুর মালিক হিসাবে বিশ্বাস করাই হল 'তাওহীদে রুবূবিয়াহ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ 'যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য'।[১০৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, اللهُ خَالِقُ كل شيء 'আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা।[১০৫] তিনি আরো বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا আর ধরণী পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যে, তার রিযিক আল্লাহর যিম্মায় নেই।[১০৬] অনুরূপ তিনি সবকিছুর মালিক, পরিচালক, জীবনদাতা ও মরণদাতা। আল্লাহ বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করেন।[১০৭] অন্যত্র বলেন :

﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾

তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতে তাদের কোন অংশও নেই, তাদের কেউ আল্লাহর সহযোগীও নয়।[১০৮]

অধিকাংশ মুসলিম আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবনদাতা, মরণদাতা বলে বিশ্বাস করলেও আইন ও বিধান দাতাও যে একমাত্র আল্লাহ, সে বিষয়ে তারা চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে না। এখানে আল্লাহর সাথে মানুষকে আইনদাতা হিসাবে শরীক স্থাপন করে, যাতে তাওহীদ বাতিল হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আইন রচনা করার অধিকার রাখে না বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীও হতে পারে না। আল্লাহ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَاعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে, যে বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দেননি? (কিয়ামতের) ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে, তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়েই যেত। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি বিদ্যমান।[১০৯]

উক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটিকে কেউ প্রত্যাখ্যান করলে বা কোনো একটির সাথে অন্য কাউকে সম্পৃক্ত করলে শিরকে নিমজ্জিত হবে এবং ঈমান, আমল ও ইসলাম সবই নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়ার সাথে সাথে শরী'আত বিরোধী প্রচলিত যাবতীয় মতবাদ, মাযহাব, তরীকা, দর্শন, নিয়ম-নীতিকে বাতিল ও উচ্ছেদ করাও মুসলিম ব্যক্তির ফরয দায়িত্ব। যার জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও তা মুশরিকরা অপন্দ করে।[১১০]

উক্ত আয়াতের হুকুম কার্যকর করার জন্যই রাসূল মক্কা বিজয়ের দিন সর্বাগ্রে কা'বা চত্বর থেকে ৩৬০টি মূর্তি

---

[১০৪] *সূরা ফাতিহা আয়াত : ২, সূরা আল-মুমিনূন আয়াত : ৮৬-৮৭।*
[১০৫] *সূরা আয-যুমার আয়াত : ৬২।*
[১০৬] *সূরা হূদ আয়াত : ৬, মূলক আয়াত : ২১, ফাতির আয়াত : ৩।*
[১০৭] *সূরা আস-সাজদাহ আয়াত : ৫।*
[১০৮] *সূরা সাবা আয়াত : ২২, আলে-ইমরান আয়াত : ২৬- ২৭, আল মুমিনূন আয়াত : ৮৮-৮৯; আনআম আয়াত : ৭৫।*
[১০৯] *সূরা আশ-শূরা আয়াত : ২১।*
[১১০] *সূরা আস-সফ আয়াত : ৯।*

অপসারণ করেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'আমার রব আমাকে মূর্তি ভাঙার জন্য প্রেরণ করেছেন।' আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দিলেন, ছবি-মূর্তি ও সৌধ নির্মাণ করা যত উঁচু কবর আছে সবগুলো ভেঙে দাও। কোথাও যেন অবশিষ্ট না থাকে। লাত, মানাত, উযযা, দেব-দেবীর পুজা এবং পূর্বপুরুষ, গোত্রপ্রধান ও সমাজ নেতাদের দোহাই দিয়ে প্রণীত জাহেলী যুগের সমস্ত আইনকে বাতিল করে বলে দিলেন, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার আনুগত্য কর।[১১১]

(খ) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ : (ইবাদতে আল্লাহর এককত্ব)

ইবাদতের যোগ্য হিসাবে একমাত্র অল্লাহকে গ্রহণ করাই হল- 'তাওহীদে উলুহিয়াহ'। বান্দা হিসাবে সকল কর্মে আল্লাহর এককত্ব প্রমাণ করা। যাবতীয় ইবাদত, প্রার্থনা, দু'আ, প্রত্যাশা, ভয়-ভীতি, আল্লাহ, ভরসা, প্রত্যাবর্তন, মানত, কুরবানী সবই পেশ করার জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা। অন্য কারো জন্য এগুলো না করা বা কাউকে এগুলোতে শরীক না করা। আর এই আদেশ দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

'আমরা প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন করো'।[১১২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

আমরা আপনার পূর্বে রাসূল হিসাবে যাকেই প্রেরণ করেছি, তাঁর কাছেই অহি করেছি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।[১১৩] আসলে মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করার মৌলিক উদ্দেশ্য হল, তারা যেন তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এই জন্য যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে)।[১১৪]

উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ইবাদত' করার অর্থ হল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া আমরা যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করি, তখন আল্লাহর প্রশংসা ও বড়ত্ব প্রকাশের পর বলি :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[১১৫]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

﴿يَعْنِي إِيَّاكَ نُوَحِّدُ وَنَافُ وَنَرْجُو يَا رَبَّنَا لَا غَيْرُكَ﴾

হে আমাদের প্রতিপলক। আমরা একমাত্র আপনারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করি, আপনাকেই ভয় করি এবং আপনার কাছেই (দয়া ও রহমত) প্রত্যাশা করি। আপনি ছাড়া অন্য কারো কাছে চাই না।

অর্থাৎ মানুষ তার জীবনের সকল কর্মে আল্লাহকে একক বলে প্রমাণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

তাদের প্রতি শুধু আদেশ করা হয়েছে, তারা একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আরা যে বিষয়ে অংশীদার স্থির করে, তা থেকে তিনি মহাপবিত্র।[১১৬] অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

তাদেরকে কেবল বলা হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধচিত্তে হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে এবং সলাত আদায় করবে ও যাকাত প্রদান করবে। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।[১১৭]

---

[১১১] *সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ৩।*
[১১২] *সূরা আন- নাহল আয়াত : ৩৬।*
[১১৩] *সূরা আম্বিয়া আয়াত : ২৫।*
[১১৪] *সূরা আয-যারিয়াহ আয়াত : ৫৬।*
[১১৫] *সূরা আল-ফাতিহা আয়াত : ৫।*
[১১৬] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৩১।*
[১১৭] *সূরা আল-বাইয়্যিনাহ আয়াত : ৫।*

মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর এককত্ব প্রমাণ করবে। শুধু সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, সাদাক্বার ক্ষেত্রে নয়। বরং সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নিঃসঙ্কোচে মেনে নিবে এবং পূর্ণভাবে অনুসরণ করবে। যদি উক্ত সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে সাক্ষ্য প্রদানের বাণী পরিপূর্ণ হবে না। কারণ যারা সলাত, সিয়াম, হজ্জের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে, আর রজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ত্বাগূভ বা মানুষের রচিত আইনের অনুসরণ করে, তাদের আক্বীদায় শিরকের সংমিশ্রণ রয়েছে। তারা তাদের দাসত্বকে কিছু আল্লাহর জন্য, আর কিছু সৃষ্টির জন্য নির্ধারণ করেছে। যেমন মসজিদে গিয়ে সলাত আদায়ের সময় আল্লাহকে সিজদা করছে। কিন্তু কোনো কিছু চাওয়া ও প্রার্থনার জন্য মাযার, খানকা, মূর্তি, ভাস্কর্য, কবর, গাছ শাখার ও তীর্থস্থানে যাচ্ছে, সেখানে কোটি কোটি টাকা, গরু, ছাগল ইত্যাদি মানত করছে। যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শুভ কাজের সূচনার জন্য প্রতিকৃতি, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণে যাচ্ছে এবং ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় ধোঁকা দেয়ার জন্য নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করছে বিভিন্ন মাযার ও খানকা থেকে। এগুলো সবই শিরকে আকবার বা বড় শিরক, যার পরিণাম ইসলাম থেকে বহিষ্কার এবং তওবার পূর্বে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

অতএব সর্বাগ্রে আল্লাহর তাওহীদকে খালেস অন্তরে স্বীকৃতি দেয়া ব্যতীত অন্য কোনো আমল করে লাভ হবে না। নিম্নের হাদীসটি গভীরভাবে উপলব্ধির দাবি রাখে।

ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম যখন মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদেরকে প্রথম আহবান করবে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার এককত্বকে মেনে নেয়। যদি তারা তা স্বীকার করে, তবে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকে ফরজ করেছেন। তারা যদি সলাত আদায় করে, তবে তাদেরকে জানাবে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে। তবে মানুষের সম্পদের মূল্যের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।[১১৮]

(গ) তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত :

এর অর্থ- আল্লাহ্ নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী এককভাবে তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত, অন্য কারো সাথে তুলনীয় নয়। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঐভাবেই বিশ্বাস করা। কোনো রূপক বা বিকৃত অর্থ না করা এবং কল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় না নেয়া।'

আল্লাহ তা'আলার আকার আছে। তিনি শুনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে। তবে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোনো কিছুই তুলনীয় নয়। বরং তিনি তাঁর মতো। আল্লাহ বলেন, **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১১৯] সুতরাং তাঁর আকারের সাথে কোনো কিছুর তুলনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন, **فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ** 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য বর্ণনা করো না।[১২০]

তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা :

তাওহীদ যখন সবকিছুর মূল, সুতরাং তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না, সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি দিক আলোকপাতের মাধ্যমে তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

(১) বান্দার জন্য সর্বপ্রথম ফরজ তাওহীদ :

[১১৮] *সহীহ বুখারী হা : ৭৩৭২ ।*
[১১৯] *সূরা আশ-শূরা আয়াত : ১১ ।*
[১২০] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ৭৪ ।*

তাওহীদ এমন একটি বিষয় যা ছাড়া কোনো ব্যক্তির ঈমান সঠিক হতে পারে না, বরং ঈমানের অপর নাম হল তাওহীদ। যাবতীয় ইবাদতের পূর্বে অবশ্যই তাওহীদ শিক্ষা ও পালন করা অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

(সর্বপ্রথম) জ্ঞান অর্জন করো যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই। অতঃপর তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।[১২১]

সুতরাং বান্দার জন্য প্রথম ফরজ হলো তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদ।

নবী ﷺ বলেন :

بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি স্তম্ভের উপর। তার মধ্যে প্রথম হলো, সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই।[১২২]

এটাই হল তাওহীদ। এছাড়া ইসলামের অন্যসব ইবাদতের কোনো মূল্য নেই, অতএব প্রথম ওয়াজিব হল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

(২) বান্দার উপর আল্লাহর হক :

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কোনো বিনিময়ে পাওয়ার জন্য নয়, আর মানুষও আল্লাহকে কোনো বিনিময় দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু সৃষ্টি হিসাবে তার উপর স্রষ্টার হক রয়েছে। নবী ﷺ মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন, তখন নবী ﷺ বললেন :

يا معاذُ بنَ جبلٍ ! هل تَدْرِي ما حَقُّ اللهِ على عبادِه وما حَقُّ العبادِ على اللهِ؟ فإنَّ حَقَّ اللهِ على العبادِ أن يعبدوه ولا يُشْرِكوا به شيئًا، وحَقَّ العبادِ على اللهِ أن لا يُعَذِّبَ مَن لا يُشْرِكُ به شيئًا.

বান্দার ওপর আল্লাহর হক হল তারা একমাত্র তার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবে না,।[১২৩]

অর্থাৎ তাওহীদ বাস্তবায়ন করাই হলো বান্দার উপর আল্লাহর হক।

(৩) নবুওয়াতের অধিকাংশ সময় তাওহীদের দাওয়াত প্রদান :

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ ﷺ নবুয়াতের ২৩ বছরের মধ্যে ১৩টি বছর শুধু তাওহীদের ভিত্তি মজবুত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। অতএব তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(৪) তাওহীদ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব নয় : মানুষ যতই ইবাদত করুক না কেন যদি তার তাওহীদ সঠিক না থাকে, তার মাঝে শির্ক স্থান পেয়ে যায় তাহলে জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয়। অপরপক্ষে তাওহীদ সঠিক থাকলে অন্যসব ত্রুটিমুক্ত হয়ে জান্নাত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। নবী ﷺ বলেন :

مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " .

যে ব্যক্তি কোনোরূপ শিরকে লিপ্ত না হয়ে তাওহীদের ওপর মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে যাবে, অপরপক্ষে যে শিরকে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে যাবে।[১২৪]

(৫) তাওহীদের বদলাতে জাহান্নাম হতে মুক্তি : কেয়ামতের ফায়সালার পর অপরাধী মোমিনগণ শাস্তি ভোগের জন্য জাহান্নামে যাবে। অতঃপর শাস্তি শেষে তাদের তাওহীদের বদলাতে জাহান্নাম হতে আল্লাহ মুক্তি দেবেন।

নবী ﷺ বলেন :

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার মাধ্যমে শিরকমুক্ত হয়ে তাওহীদের ওপর রয়েছে অবশ্যই তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।[১২৫]

উপসংহার : অতএব তাওহীদ ছাড়া ইসলাম গ্রহণ হতে পারে না। আর ইসলাম গ্রহণ ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না। সুতরাং তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওহীদ জানা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে মনের তাওহীদ মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

---

[১২১] *সূরা মুহাম্মদ আয়াত : ১৯।*
[১২২] *সহীহ বুখারী হা : ৮।*
[১২৩] *সহীহ বুখারী হা : ১২৮।*
[১২৪] *সহীহ মুসলিম হা : ৯৩।*
[১২৫] *সহীহ বুখারী হা : ৪৪, সহীহ মুসলিম হা : ৩১৬।*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

সালাফী মানহাজ অনুসরণের আবশ্যকতা এবং বিদ'আতীদের প্রতি শিথিলতা ও কঠোরতা অবলম্বনের মূলনীতি

ভাবানুবাদ ও সংকলনে : মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম ❁

(শেষ পর্ব)

❖ জাল ও যঈফ হাদিসের ক্ষেত্রে বিদ'আতী ও শিথিলতা অবলম্বনকারীর প্রতি সালাফদের মানহাজ : জাল এবং যঈফ হাদিসের ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ স্পষ্ট। মূলত ঃ জাল কিংবা যঈফ হাদিসকে কেন্দ্র করেই বিদ'আতের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উৎপত্তি হয়। এছাড়াও জাল এবং যঈফ হাদিস মুসলিম সমাজে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এমনকি ইসলাম ও মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানহাজকে কলুষিত করে। এজন্য সালাফগণ জাল এবং যঈফ হাদিসের ওপর মারাত্মক কঠোরতা অবলম্বন করতেন এবং সেই আলোকে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেন। জাল ও যঈফ হাদিসের ওপর আমল করা হারাম এবং জেনে শুনে তা প্রচার করাও হারাম। ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان من الأحكام و ما لا حكم فيه كالترغيب و الترهيب و المواعظ و غير ذلك حرام من أكبر الكبائر و أقبح القبائح بإجماع المسلمين .

শরীয়তের আহকাম ছাড়াও উৎসাহ, ভীতি বক্তব্যসহ যে কোনো বিষয়েই রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা হারাম। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে সবই হারাম। বড় কবিরা গুনাহসমূহও জঘন্য কাজের অন্তর্ভুক্ত।[১২৬]

যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

من عمل بخبر صح أنه كذب فهو من خدم الشيطان

'হাদিস মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে আমল করে সে শয়তানের খাদেম।[১২৭]

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কঠোরভাবে নিষেধ করেন সহীহ মুসলিমে অধ্যায় রচনা করার মাধ্যমে। তিনি বলেন,

باب النهي عن الرواية عن الضعفاء و الاحتياط في تحملها.

'যঈফ রাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা।[১২৮]

বিদ'আতী ব্যক্তির বর্ণিত হাদিসও আলেমগণ বর্জন করার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ড. মুস্তফা আস সিবাঈ বলেন,

إتفقوا على أنه لا يقبل حديث صاحب البدعة .

'বিদ'আতী ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় বলে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১২৯] অনুরূপভাবে যে সালাফদের গালিগালাজ করে তাঁরা তাদেরও হাদিস বর্জন করতেন। যেমন : আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আমর ইবনু সাবেত সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, তোমরা তার হাদিস পরিত্যাগ করো, কারণ সে সালাফদের গালি দেয় (كان يسب السلف)।[১৩০] যদিও সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ ফজিলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদিসের ওপর আমল করার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। তবে সর্বসাকুল্যে গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ মত হলো- কোনো ক্ষেত্রেই যঈফ হাদিস আমলযোগ্য নয় চাই আকীদা, আহকামের ক্ষেত্রে হোক কিংবা ফজিলতের ক্ষেত্রে হোক। ইবনুল আরাবী বলেন : إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا "যঈফ হাদিস

❁ দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর, ঢাকা।

[১২৬] শরহে সহীহ মুসলিম ১/৮ পৃষ্ঠা সহীহ মুসলিম মুকাদ্দামায়।

[১২৭] তাযকিরাতুল মাওযুয়াত পৃষ্ঠা -৭।

[১২৮] সহীহ মুসলিম মুকাদ্দামা।

[১২৯] আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা পৃষ্ঠা -৯৩।

[১৩০] সহীহ মুসলিম মুকাদ্দামাহ হা : ৩২, অনুচ্ছেদ- ৫।

কোনো ক্ষেত্রেই আমল করা যাবে না।[১৩১] তবে যদি এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বলা যায় ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মত অনুযায়ী তিনটি নীতিমালার আলোকে যঈফ হাদিস বর্ণনা ও আমল করা যেতে পারে। সেই তিনটি নীতিমালা -

১. হাদিসটি যেন বেশি দূর্বল না হয় ।

২. যে আমলটির ফজিলত এসেছে সে আমলটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে।

৩. যঈফ হাদিসের ওপর আমল করার সময় এমন বিশ্বাস করা যাবে না যে, এটা শরীয়তে সাব্যস্ত হয়েছে।[১৩২]

❖ কঠোরতা ও শিথিলতা অবলম্বনে সালাফদের অবস্থান পরিচিতি :

কঠোরতা ও শিথিলতা অবলম্বনে সালাফদের অবস্থান তিন স্তরে বিভক্ত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন খুবই কঠোরপন্থী আবার কেউ ছিল মধ্যমপন্থী আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল শিথিলপন্থী। এভাবেই তারা দ্বীনের খেদমত করেছেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অবদানে আমরা কিয়ামত পর্যন্ত চির ঋণী। নীতিমালার দিক থেকে সালাফদের তিন স্তর -

১. কঠোরপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে শক্ত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন : ইমাম শু'বাহ বিন হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবু হাতিম আর রাজী, ইমাম নাসাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও প্রমুখ।

২. মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং ইনসাফ বজায় রেখে শরীয়তের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন : সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), আবদুর রহমান বিন মাহদী, ইবনে সাদ, ইবনুল মাদীনি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম বুখারী, আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), দারাকুৎনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ।

৩. শিথিলতার মানহাজ অবলম্বন করেছেন : আবিল হাসান আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল ইজলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), বায়হাকি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ ।

❖ যুবকদের আলেমদের নসিহত :

১. বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ, হাদিস শাস্ত্রবীদ ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের ওপর আবশ্যক হলো ইলম অর্জন করা। আমি তোমাদের নসিহত করছি, তোমরা তোমাদের সময়কে নষ্ট করো একে অপরের সমালোচনা করার পিছনে। তোমরা বলো- অমুক এটা বলেছে, অমুক ওটা বলেছে। তিনি বলেন :

প্রথমত ঃ এটা (এই পদ্ধতি) ইলমের অন্তর্ভুক্ত নয়

দ্বিতীয়ত ঃ এই পদ্ধতি অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং হিংসা-বিদ্বেষ অন্তরে বাস্তবায়ন করে।

২. প্রখ্যাত পন্ডিত, সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি শায়েখ ইবনে বাজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যুবকের পদস্খলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচনা করার বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেন, কতিপয় যুবকদের অন্তর নষ্ট করার এবং হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার অন্যতম একটি কারণ। উপকারী ইলম থেকে বিমুখ করার কারণও বটে এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে অযথা কথা বলা, তর্ক-বিতর্ক করা ও অমুক-অমুকের ব্যাপারে সমালোচনা করা।

৩. শায়েখ সালেহ আল ফাওযান হাফিঃ বলেন, আমি সকল ভাইদের উপদেশ দিচ্ছি এবং বিশেষ করে যুবক ও ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছি যে : তারা যেন বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে চাই সেটা মসজিদে হোক অথবা মাদরাসা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক। যেন তারা তাঁদের অধ্যয়ন এবং সংশোধনের জন্য ব্যস্ত থাকে এবং তাঁরা যেন সমালোচনায় নিমজ্জিত হওয়া পরিত্যাগ করে,,,।

৪. শায়েখ রবী বিন আল মাদখালী হাফি ঃ বলেন, আমি যুবকদের উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহকে যেন ভয় করে। উপকারী ইলম শিক্ষা অর্জন করবে এবং

---

[১৩১] *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহিব ১ম খন্ড ৪৭-৪৭ পৃষ্ঠা।*

[১৩২] *হাফিজ সাখাবী আল কাওলিল বাদী ফী ফাযলিস সালাতে আলাল হাবিবিশ শাফী পৃষ্ঠা ১৯৫।*

আমলে সালেহ সম্পাদন করবে। এবং তাঁরা মানুষকে ইলম ও প্রজ্ঞা সহকারে দাওয়াত দিবে। (শুনে রাখ) দুনিয়াকে ইলম দিয়ে পরিপূর্ণ কর। কেননা মানুষ এই ইলমের মুখাপেক্ষী। (সাবধান) তোমরা ইন্টারনেটে পারস্পরিক বিতর্ক পরিত্যাগ করবে। কেননা এই পারস্পরিক বিতর্ক, ঝগড়া সালাফী মানহাজকে নষ্ট করে এবং মানুষ তার (সালাফী মানহাজ) থেকে পলায়ন করে। আমি তোমাদের নসিহত করছি ইন্টারনেটে ঝগড়া, গালিগালাজ বর্জন করবে। অনুরূপভাবে মাঠে-ময়দানেও ঝগড়া, গালিগালাজ বর্জন করবে। যার নিকটে ইলম রয়েছে সে ইলম অনুযায়ী কথা বলবে, ইলম অনুযায়ী লিখবে এবং ইলম দ্বারা দাওয়াত দিবে। দলীল ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে দাওয়াত দিবে এবং পারস্পরিক মতভেদ ও দলাদলি থেকে বিরত থাকবে।

উপসংহার :

সালাফদের মানহাজ হলো সহজ সরল এবং উজ্জ্বল। যে পথের সর্বশেষ ঠিকানা জান্নাত। অনুপম আদর্শের উজ্জ্বল পথ-নির্দেশনার কাণ্ডারী উম্মতের জন্য আমানতদার ও হেদায়েতের আলোকবর্তিকা সমতুল্য সাহাবীগণ ও তৎপরবর্তী তাবে-তাবেয়ীগণ সকলেই ছিলেন সালাফ আর তাঁরা সকলেই এই পথে আমাদেরকে চলার জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। শতাব্দীর সোনালী তিন যুগের ক্ষণজন্মা মহান ব্যক্তিগণ কথাবার্তা, লেনদেন, চলাফেরা, ইবাদত-বন্দেগীর বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে সালাফদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করার জন্য আমাদের সামনে উজ্জ্বল নজীর উপস্থাপন করে গেছেন। মূলতঃ সালাফদের অনুসরণ ব্যতিরেকে ইসলাম অনুসরণ সম্পূর্ণ রূপেই বৃথা। কেননা সালাফী মানহাজ মানেই ইসলাম আর ইসলাম মানেই সালাফী মানহাজ। সুতরাং ইসলামকে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করতে চাইলে আকীদা, ইবাদত, মুয়ামালাত সর্বক্ষেত্রে সালাফদের অনুসরণ অপরিহার্য। নচেৎ ইসলাম বাস্তবায়ন সম্ভব নয় কিংবা জীবনের কিছু অংশে সালাফদের অনুসরণ করা আর গোটা অংশে পাশ কাটিয়ে চলার অর্থও কিন্তু সালাফী মানহাজের আদর্শ নয়। এজন্য সালাফদের অনুসরণ অপরিহার্য নীতিতে জীবন চলার পথকে সহজ সুগম করে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের হককে হক হিসেবে গ্রহণ করার এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে বর্জন করার তাওফীক দান করুন, আমীন ◻◻

কবিতার সমাহার | الأبيات الشعرية

মুহাম্মাদ রাসূল ﷺ

আব্দুল্লাহ আল আসিফ*

দূর আরবে উঠলো হেসে
ফুল পাখিরা সব।
আসমানেতে ফেরেশতারাও
জুড়ল কলরব।
জোছনাতে যার জুড়ালো
মা আমেনার কোল।
তিনি আমার ভালোবাসা
মুহাম্মাদ রাসূল।
মরুর আঁধার চিরে যে জন
জ্বাললো হেরার রবি।
যার ছোঁয়াতে ধন্য হলো
কুল কায়েনাত সবি।
যার প্রেমেতে পাথর বুকেও
ফুটলো প্রেমের ফুল,
আমার প্রাণের প্রিয় তিনি
মুহাম্মাদ রাসূল।

* কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া।

বাংলার বুকে ইহুদি

ইবনু মাসউদ*

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এ দেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বসবাস করে। ঠিক এমনটাই আমরা জেনে আসছি। আজকের এ লেখায় আমরা জানব : বাংলাদেশে কি কখনো ইহুদি ছিলো? বক্ষমান প্রবন্ধে দেখব : বাংলার বুকে ইহুদীদের আনাগোনা। যে আনাগোনা আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

ইতিহাস : বাংলাদেশে ১৮ ও ১৯ শতকে ইহুদিদের ইতিহাস মিলে। তৎকালীন সময়ে ঢাকায় বেশ কিছু ইহুদি ছিল। রাজশাহীতেও ইহুদিদের বসবাসের খবর পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে থাকা ইহুদিরা বাগদাদী ইহুদি এবং বেন ইসরাইলী ইহুদি বলে খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, এ অল্প সংখ্যক ইহুদির মধ্যে অধিকাংশ ইহুদি ১৯৬০ সালে দেশত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, মর্ডি কোহেন নামে এক ইহুদির খোঁজ মিলে। যিনি একজন নিউজ প্রেজেন্টার এবং অভিনেতা ছিলেন। মর্ডি কোহেন রাজশাহীতে পড়াশুনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের ইহুদিদের মধ্যে সর্বশেষ সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি ৭টি বাংলা সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ১৯৬৪ সালে বাংলা, ইংরেজী, উর্দুতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) খবর প্রচারিত হতো। সেই সময় এই অভিনেতা ৩ ভাষায় খবর পাঠ করতেন। বাংলাদেশের সংসদের নকশা করেছেন, এক ইহুদি। যার নাম লুইকান। তিনি মূলত ঃ এস্তোনীয় ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জড়িয়ে আছে এক ইহুদি। যাকে আমরা চিনি, জে, এফ, আর জ্যাকব নামে। যার পুরোনাম : জ্যাকব ফ্রেডারিক রালফ।

জ্যাকব ফ্রেডারিক সম্পর্কে এক ইহুদি মন্তব্য করেন। যার বাংলা অনুবাদ হয় :

জেরুজালেম-ভিত্তিক ভ্রমণ লেখক ডেভিড জেটলার, যিনি গত বছর তার আমেরিকান পাসপোর্টে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন, বলেছিলেন : "৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একজন ইহুদির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তা করতে গিয়ে নতুন মুসলিম দেশ বাংলাদেশ তৈরি করেছিল। এটি ছিল যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আত্মসমর্পণ।'

* অধ্যয়নরত, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দর্শকরা ইংরেজিতে জ্যাকবসের কোনো উল্লেখ খুঁজে পাবেন না, যদিও ইহুদি যুদ্ধের নায়ক - এখন ৯০ বছর বয়সী এবং নতুন দিল্লিতে বসবাস করছেন- ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের একটি কালো-সাদা ছবির নীচে বাংলা লিপিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৩৩]

১৯৭১ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে তখন উপস্থিত ছিলেন জে, এফ, আর জ্যাকব। ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের সময় একটি ছবি তোলা হয়েছিল। যে ছবিটি বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বইয়ে ব্যবহার করা হয়। সেখানে দেখা যায়, উপস্থিত ছিলেন, জে, এফ, আর, জ্যাকব।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছর অধ্যাপনা করেছেন এক ইহুদি। যার নাম : অ্যালেক্স অ্যারনসন।

মোদ্দাকথা, বাংলাদেশ জন্মের সময় এক ইহুদির উপস্থিতি ছিলো। যিনি ভারতীয় সেনাপতি ছিলেন। যে সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ পরিচালনা করা হয়, সে সংসদের নকশা এক ইহুদির। দেশের জাতীয় টেলিভিশনে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন মর্ডি কোহেন। যিনি ৭৪ বছর বয়সে কলকাতায় মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশের কথা বলে গেছেন। মর্ডি কোহেন বাংলাদেশি হিসেবে গর্ববোধ করতেন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল একজন ইহুদি শিক্ষক। অস্বীকার করলে চলবে না, বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে ইহুদিদের এক বিন্দু পরিমাণ হলেও অবদান আছে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ইতিহাস :

পুরান ঢাকার মোড়ে এক পুরনো বাড়ির দ্বিতীয় তলা। এই বাড়িটি সবার নজর কাড়ে। কেননা, এ বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ছিল ইহুদিদের ক্লাব। দ্বিতীয় তলার দেয়ালে লেখা দেখা যায় 'ফ্রি ম্যাশনস সাল ১৯১০।'

ইহুদি এক লেখকের বই থেকে জানা যায়, এই নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্লাব থাকে। এই ক্লাবগুলোতে ইহুদিরা সময় কাটাত। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়, ১৯১০ যেহেতু লেখা ছিল, তাই বলা যায়, পুরান ঢাকার এ ক্লাবটি ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তখনকার সময়ে পুরান

[133] *https://baltimorepostexaminer.com/jewish-community-virtually-nonexistent-in-bangladesh/2012/06/12*

ঢাকার সকলে জানত এটা ইহুদিদের ক্লাব। তাই কেউ ভয়ে এখানে আসত না। আর এখানে যারা আসত তারা ছিল উচ্চাভিলাষী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর এ ক্লাবটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তারপর এ ক্লাবটি যে বিল্ডিংয়ে ছিল সে বিল্ডিংয়ে রমনা তহসিল অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এ ভবণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষকের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[১৩৪]

সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী। দৈনিক ইনকিলাবের একজন নিয়মিত কলামিস্ট ছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইসলামী-জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি ২০০৩ সালে ২৯ নভেম্বর ইসরাইল যাওয়ার পথে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইসরাইলী পাসপোর্টসহ আটক হন। ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্ট অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের আইন মোতাবেক ইসরাইল ভ্রমণে বাংলাদেশর নাগরিক অনুমতি পাবে না। কেননা, বাংলাদেশ সরকারের ইসরাইলের সাথে কূটনীতিক সম্পর্ক নেই।

সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী আটক হওয়ার বিষয়টি ইসরাইলের গণমাধ্যম জেরুজালেম পোস্টে ফলাও করে প্রচার করা হয়। সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশের মসজিদ নিয়ে মন্তব্য করেন এমন : বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের হত্যা করার জন্য ব্যাপকভাবে আহবান করা হয়।

সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী ইসরাইল ইনসাইডার নামক একটি দৈনিক পত্রিকার অনিয়মিত লেখক। তিনি ইসরাইল ভিত্তিক সংগঠন ইফলাক (IFLAC, International forum for literature and culture for peace) এর সদস্য। মানবাধিকারকর্মী ইহুদি ড. রিচার্ড বেনকিন ও সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী এই দুজন মিলে একটি ওয়েবসাইট চালান। ওয়েবসাইট লিংক : http://www.interfaithstrength.com এই ওয়েবসাইটটি পাঠকদের দেখার অনুরোধ রইল। যারা ইংরেজী জানেন না, তারা প্রয়োজনে অনুবাদকৃত বাংলা পড়ুন। এই ওয়েবসাইটটিতে বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে মৌলবাদ, জঙ্গি হিসেবে তুলে ধরা হয়। যার কোনো ভিত্তি নেই। [১৩৫]

[134] *https://youtu.be/BduvofVej1A?si=bKWO39ceZRiDfDJC*

[135] *https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/amarkonto/29679387*

সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশের জন্য ভয়ংকর একটি প্রাণী। খেয়াল করুন, উনাকে মানুষ নয় প্রাণী বলেছি। এ প্রাণীকে নিয়ে বেশি বলতে গেলে প্রবন্ধ বড় হয়ে যাবে, তাও বলতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রিয় পাঠক, ভয়ংকর কথা হচ্ছে : এই প্রাণীর গ্রেফতারের কারণে আমেরিকার ভূমিকা কেমন ছিলো। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হাউজ-এ, হাউজ রেজোলিউশন ৬৪ বিরোধিতা ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস কমিটি বিদেশবিষয়ক বিষয়ে পাস করে। প্রতিনিধি মার্ক কার্ক (আর-আইএল) এবং নীতা লোয়ে (ডি-এনওয়াই) দ্বারা প্রবর্তিত এই প্রস্তাবটিতে বাংলাদেশ সরকারকে ইসরাইলপন্থী প্রতিবেদন লেখার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত চৌধুরীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ বাতিল করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেখানে বলা হয়, চৌধুরী দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেলে শাস্তি মৃত্যু হতে পারে। রেজুলেশনের ভোট ২০১৩ সালের ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৪০৯ জনের ভোটে রেজুলেশনটি পাস হয়।

আন্তর্জাতিক সমর্থন :

❖ শোয়েব চৌধুরীর গ্রেফতারে আন্তর্জাতিক বেশ কিছু সংগঠন তার পক্ষে অবস্থান করেছিল। সে সংগঠনের নামগুলো নিম্নরূপ :

১. ইউরোপীয় সংসদ সালাহ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরীকে রক্ষা করার জন্য ১৪ নভেম্বর ২০০৬ সালে একটি বিল উত্থাপন করেছিল।

২. অস্ট্রেলিয়ার সংসদ

৩. ইংরেজি পেন

৪. নর্স্ক পেন

৫. ইতালীয় মুসলিম সমিতি

৬. হিউম্যান রাইটস ফর ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি

৭. আমেরিকান ইহুদি কমিটি

৮. আইএফএক্স

৯. মিশেল মালকিন

১০. বিদেশের প্রেসক্লাব অফ আমেরিকা।[১৩৬]

এক কথায় বলা যায়, এ ইহুদি এজেন্টকে গ্রেফতার করায় সারা বিশ্ব কথা বলেছে। আমেরিকা, ইউরোপসহ সকল দেশ কথা বলেছে। কেউ দেশ থেকে বিবৃতি দিতে না

[১৩৬] *উইকিপিডিয়া*

পারলেও দেশে থাকা জায়োনিস্টদের সংগঠন থেকে কথা বলেছে।

সংবিধান রচয়িতার এ কোন সংবিধান?

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. কামাল হোসেন। স্যারকে দেখা হলে প্রতিটি বাংলাদেশের মানুষের জিজ্ঞেস করা উচিত : স্যার এ কোন সংবিধান?

প্রশ্নটা আপনি বুঝতে পারেননি। তাহলে স্যারকে কিভাবে প্রশ্ন করবেন? চলুন আপনাকে একটু বুঝানোর চেষ্টা করি।

ড. কামাল হোসেনের মেয়ের নাম ব্যারিস্টার সারা হোসেন। তার স্বামীর নাম ডেভিড বার্গম্যান। তিনি একজন সাংবাদিক। তিনি একজন ইহুদি। বাংলাদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে আল-জাজিরার সাথে আঁতাত করে এই ইহুদি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই ড. কামাল হোসেনের পরিবার তথা মেয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন ও মেয়ের স্বামী ডেভিড বার্গম্যানকে নিয়ে একটা সময়ে লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু সে লেখাগুলো অনলাইনে নেই। মাত্র ১টা লেখা পাওয়া গেছে।

একটি নিউজ পোর্টালের দাবি : আপনি জানলে আরো অবাক হবেন, এই বার্গম্যান একদিকে বাংলাদেশের উগ্রবাদীদের কাছ থেকে টাকা খাচ্ছে, অপরদিকে প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে এলজিবিটি বা সমকামিতার অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকেও টাকা নিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এলজিবিটি বা সমকামী ম্যাগাজিন রূপবান-এর প্রকাশনা উৎসবে বিদেশি প্রতিনিধিদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন বার্গম্যানের স্ত্রী ব্যারিস্টার সারা। তারা একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাও করছে, আবার বিদেশ থেকে ডলার কামানোর জন্য দেশের মধ্যে সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাও বলছে।

ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং সাংস্কৃতিক উগ্রবাদ, ভিন্ন স্টাইলে বিপরীতধর্মী দুই ধরনের উগ্রতা ছড়িয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে বেপরোয়া ভূমিকা পালন করছে এই পরিবার।[১৩৭]

প্রশ্ন থেকে যায় : ডেভিড বার্গম্যান মোসাদের এজেন্ট তার প্রমাণ কী? প্রমাণ ছাড়া এমন নিষ্পাপ মানুষকে নিয়ে কথা বললে আপনার খারাপ লাগতে পারে।

একটি নিউজ পোর্টালের দাবি : ডেভিড বার্গম্যান বিডিনিউজে অনুবাদক হিসেবে চাকরি করতেন অথচ বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিতেন। এই পরিচয় ব্যবহার করে অফিসকে না জানিয়ে অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার নেন। কিন্তু সেসব সংবাদ অফিসে জমা দেননি। পরে বিডিনিউজের সম্পাদক সাক্ষাৎকারদাতাদের কাছ থেকেই এসব তথ্য জানতে পারেন। একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে ডেভিড বার্গম্যানকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলেন তিনি। এদিকে বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃত করে লেখালেখির কারণে আদালতেও তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান তিনি। এরপর লিপ্ত হন বাংলাদেশবিরোধী চক্রে। সাদা চামড়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছেন এই বার্গম্যান।

বার্গম্যানের এসব নৈতিক অবক্ষয় ও বিকৃত কর্মকাণ্ড নিয়ে তার শ্বশুর ড. কামাল হোসেন বা তার স্ত্রী ব্যারিস্টার সারা হোসেন কিন্তু কখনো কোনো কথা বলেননি। অথচ দেশের অন্য কারো পান থেকে চুন খসলে তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে যান তিনি।[১৩৮]

তাই আমার খুব ইচ্ছা, বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতা ড. কামাল হোসেন স্যারকে জিজ্ঞেস করার : স্যার, ডেভিড বার্গম্যান, ব্যারিস্টার সারা এরা কোন সংবিধান? স্যার আপনি বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতা। তাহলে এ সংবিধানের রচয়িতা কে? স্যারকে বিভিন্ন সময় সাংবাদিকরা তার পরিবার নিয়ে কথা বললে, উনি এড়িয়ে যান। এ যেন, বিয়ে বাড়ির গল্প : চুপ থাকাই সম্মতির লক্ষণ। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

---

[137] *https://ebarta24.net/02202118/3161/%E0%A6%A1%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/*

[138] *https://ebarta24.net/02202118/3161/%E0%A6%A1%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) : *মহিলা হিফজ খানার ছাত্রীরা হায়েজ চলাকালীন হাত মোজা ব্যবহার করে (সবক, সাতসবক ও আমুখতা) কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে পারবে কি? অথবা হায়েজ চলাকালীন ছাত্রীদের (সবক, সাতসবক ও আমুখতা) কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের বিধান কী? এবং তাদের করনীয় কী? লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, অনেক মহিলা মাদরাসার মুহতামিমরা হায়েজ চলাকালীন হিফজ ছাত্রীদের লেখাপড়া স্বাভাবিক অবস্থার মত চালু রাখেন, এতে শরীয়তের বিধান কী?*

আবু বকর, সিদ্দিক, ডেমরা , ঢাকা

উত্তর : মেয়েদের মাসিক বা নিফাস চলাকালীন কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে কি না এ বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। তবে দলীলের ভিত্তিতে সঠিক কথা হল, এ অবস্থায় মুখস্ত ও দেখে উভয়ভাবে তিলাওয়াত করতে পারবে। কেননা এ মর্মে কোনো স্পষ্ট ও সহীহ দলীল প্রমাণিত হয়নি। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة .وقال :ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ﷺ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء

হায়িয অবস্থায় কুরআন পড়া নিষেধ এ মর্মে কোনো সহীহ ও স্পষ্ট দলীল নেই। তিনি আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও মেয়েরা ঋতুবর্তী হত কিন্তু তিনি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেননি, যেমন তাদের যিকির ও দু'আ করতে নিষেধ করেননি।[১] ইমাম ইবনু হাযাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো শক্তভাবে বলেন, যে ব্যক্তি নিষেধ করবে, তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে।[২] অতএব শিক্ষর্থীদের হাতমোজা বা ভিন্ন কিছু দিয়ে আড়াল করে কুরআন মাজিদ স্পর্শ করতে এবং পড়তে অসুবিধা নেই।[৩] ওয়াল্লাহু আ'লাম।

[১] *মাজমু ফাতাওয়া-২১/৪৬০ পৃ.*
[২] *আল মুহাল্লা-১/৭৭,৭৮ পৃ.*
[৩] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/২১৩ পৃ.*

প্রশ্ন (২) : *অনলাইনে অনেক প্রিমিয়াম ফন্ট রয়েছে যেগুলো দাওয়াহর কাজে ব্যবহার করা যায়, পেইড হওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায় না। এই ফন্টগুলো অনলাইনে ফ্রি তে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কি দ্বীন/পার্সোনাল কাজে ব্যবহার হালাল হবে?*

রেজওয়ান আহমাদ রাফি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ফন্ট প্রস্তুতকারক কর্তৃপক্ষ যদি ফ্রি প্রদান করে এবং যে কোনো বৈধ কাজে ব্যবহারে আপত্তি না থাকে, তাহলে শরীয়তের দিক থেকে বস্তুগত কোনো বাধা না থাকলে দীনী/পার্সোনাল কাজে ব্যবহার হালাল হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন (৩) : *হারাম পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করে এবং পরবর্তী সে-ই ইলম দ্বারা প্রাইভেট বা টিউশনির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করলে তা হালাল না হারাম হবে?*

তাওফীক, রাজশাহী

উত্তর : হারাম পদ্ধতিতে ইলম অর্জনে অপরাধী হবে। এজন্য তিনি আল্লাহর কাছে সঠিকভাবে তাওবা করবেন। আর ইলম যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং টিউশনিতে যদি যথাযথ দায়িত্ব পালন করে, সময় ও শ্রম ব্যয় করে এং সঠিক শিক্ষা দান করে, তাহলে এর বিনিময়ে উপার্জন বৈধ হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৪) : *আমরা আহলুল হাদিসরা যে স্বলাত, সিয়াম, সাহরি, ইফতার সময় নির্ধারণ করি বা করা হয়, এই সময় গণনা পদ্ধতি কোনটি?*

ইউসুফ, ছোটনা মধ্যপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লাহ

উত্তর : বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির যুগে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে কিছু সঠিক সময় নির্ণয়কারী সফ্টওয়ার রয়েছে, যেমন উম্মুল করা মক্কা, ইসলামীক ফাইন্ডার করাচী ও সালাত টাইম ইত্যাদি। এসব সফ্টওয়ার এর সহযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহর সীমারেখা খেয়াল রেখে সয়ম নির্ধারণ করা হয়।

প্রশ্ন (৫) : *আমাদের গ্রামে যে জামে মসজিদটা আছে, তার ক্যাশ বাড়ানোর লক্ষ্যে মসজিদ কমিটি ক্যাশের সেই টাকা বিভিন্ন মানুষকে সুদের বিনিময়ে ধার দেয়। সুদ যে হারাম এটা তো আমরা সবাই জানি। তো এইটা জানাজানি হবার পরে আমার আব্বা বিষয়টার প্রতিবাদ করেন এবং নতুন করে পাকা মসজিদ বানানোর কাজে বাধা দেন। তিনি বগুড়াতে গিয়ে দলিল সহকারে ফতোয়া বোর্ড থেকে ফতোয়া আনেন যে, এই টাকা দিয়ে মসজিদ বানানো যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তওবা করে সবার সুদের যে উদ্বৃত্ত টাকা সবাইকে (যাদের থেকে আদায় করা হয়েছিল) ফেরত দিয়ে নতুন করে চাঁদা ধরে মসজিদের কাজ করতে হবে। এরপর কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকে এবং মসজিদ কমিটির সবাই ফতোয়া মোতাবেক সেই টাকা ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মোড়লেরা টাকা ফেরত দেবার কথা বলে অযথা কালক্ষেপণ করে। পরে বিভিন্ন ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন টালবাহানা করে। পরে সেই সুদি টাকাসহই মসজিদের আধুনিক বিল্ডিং করে। উল্লেখ্য যে, আমাদের আগের মসজিদ টিনশেড ছিল।*

এখন আমার আব্বা আর মসজিদে নামাজ পড়তে যায় না, বাড়িতেই নামাজ পড়েন। আমি ও আমার ভাই মসজিদে যাই। কিন্তু আব্বা আমাদেরকেও 'এ' মসজিদে যেতে নিষেধ করছেন। অন্য মসজিদে যেতে বলছেন বা বাড়িতেই নামাজ পড়তে বলছে। উল্লেখ্য যে, পাশের গ্রামের মসজিদ আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। এমতাবস্থায় আমার কী করণীয়? এই মসজিদে কি নামাজ হবে? সুদি টাকায় নির্মিত মসজিদ কি আল্লাহর কাছে মসজিদের সম্মান পাবে?

আমি কেন মসজিদে যাই সেই ব্যাপারটাও পরিষ্কার করি। আমি এটা মনে করি যে, আমার আব্বা তার সামর্থ্য অনুযায়ী সবটা দিয়ে এই সুদের ব্যাপারটা থামানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মোড়লদের সাথে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি। মোড়লরা পাপ জেনেও ওই টাকা দিয়েই মসজিদের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এক্ষেত্রে কাঠগড়ায় থাকতে হবে মোড়লদের, আমরা তো সাধারণ মুসল্লি। আমরা তো চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো। মনেমনে এই মোড়লদের ঘৃণা করে আমি মসজিদে যাই। দলিলসহ উত্তরটা দিলে খুবই উপকৃত হতাম। জাযাকাল্লাহ্।

তাওফিক ইসলাম, পুঠিয়া, রাজশাহী

উত্তর : আপনি বর্ণিত প্রশ্নে যেভাবে নিজের অবস্থান বর্ণনা দিয়েছেন এটাই সঠিক। কারণ দায়িত্বশীলগণ অন্যায় করলে সম্ভব অনুযায়ী প্রতিবাদ ও উপদেশ দিতে হবে। এরপরও অন্যায়ভাবে কিছু করলে তারা অপরাধী হবে। আর এ কারণে মসজিদে সালাত বর্জন করা যাবে না। বর্ণিত মসজিদে সালাত আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই, সালাত সঠিক হয়ে যাবে। এ মর্মে শাইখ ইবনু বায, শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহিমাহুমাল্লাহু আলাইহি) সালাত বৈধ হওয়ার ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। সাউদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড সালাত বৈধ হওয়ার ফাতাওয়া প্রদান করেছে।[৪] অতএব আপনি মসজিদে সালাত আদায় করবেন এবং আপনার পিতাকেও মসজিদে সালাত আদায় করতে বলবেন। ওয়াল্লাহু আলাম।

প্রশ্ন (৬) : বিষয় : তালাক সংক্রান্ত ফতোয়া প্রসংগে।

বিগত ১০/০৮/২০২৪ ইংরেজি তারিখে তাৎক্ষণিক প্রচণ্ড রাগের মাথায় আইনজীবীর মাধ্যমে স্ত্রীর নিকট তালাকের একটি উকিল নোটিশ পাঠাই। রাগ এতই পরিমাণ ছিল যে তখন আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। এরপর আমি আমার কর্মস্থল ঢাকায় চলে আসি। পরবর্তীতে যখন আমি বিষয়টি নিয়ে ভাবলাম তখন নিজে খুব অনুতপ্ত হলাম। উল্লেখ্য যে, আইনজীবী আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যদি চান নোটিশটি তিনমাসের মধ্যে বাতিল করতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, তালাক কার্যকর হবে তিনমাস পরে। এরই প্রেক্ষিতে ০৮/১০/২০২৪ ইংরেজি তারিখে নোটিশটি বাতিল করলাম। এখন আমি স্ত্রীর সাথে সংসার করলে সেক্ষেত্রে শরঈ কোনো বাধা আছে কিনা?

অতএব, শাইখের কাছে বিনীত আবেদন উপরোক্ত বিষয় বিবেচনাপূর্বক একটি শরঈ সমাধান দিলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

মোঃ আলী মারুফ আছেম, রোড-৪, ব্লগ, ই-মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : আপনি যদি পূর্বে কোনো তালাক প্রদান না করে থাকেন, তাহলে এটা প্রথম এবং এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু আপনি তিন মাস তথা ইদ্দতপূর্ণ হওয়ার পূর্বে নোটিশটি বাতিল করেছেন এতে প্রদত্ত তালাক রেজঈ তালাক হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় আপনাদের

[৪] ফাতাওয়া নং : ৭৭২০

সংসার করতে ইসলামী শরীয়তে কোনো বাধা নেই। অবশ্য প্রচণ্ড রাগবশত প্রদত্ত তালাক সাব্যস্ত হবে কি না এ বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের নিকট রাগ অবস্থায় যা বলছে তা বোধগম্য হলে তালাক সাব্যস্ত হবে। আর বোধগম্য না হলে সাব্যস্ত হবে না। যেহেতু আপনি আইনজীবীর মাধ্যমে নোটিশ প্রেরণ করেছেন, এটা প্রমাণ করে বিষয়টি আপনার বোধগম্য ছিল। সুতরাং তালাক সাব্যস্ত হবে। অপরপক্ষে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নিকট আপনার বিবরণ অনুযায়ী এমন রাগ অবস্থায় প্রদত্ত তালাক সাব্যস্ত হবে না।[৫] সুতরাং আপনাদের সংসার করতে কোনো বাধা নেই। ওয়াল্লাহু তা'আলা আলাম।

☞ প্রশ্ন (৭) : ***আমি এতদিন জানতাম যে সলাতে একই রুকনে তিনবারের বেশি এবং তিন হরফের বেশি সময় নিয়ে কোনো কাজ করা যায় না। আমি অনেক সলাতে একই রুকনে তিনবারের বেশি চুল ঠিক করেছি বা শরীর চুলকেছি এবং তিন হরফের বেশি সময় নিয়ে এখন আমার ওই সলাতগুলো কি আমলে কাসিরের জন্য বাতিল হয়ে যাবে?***

মারজান তাসনিম, চুয়াডাঙ্গা

উত্তর : আপনি প্রশ্নে যে সীমারেখা উল্লেখ করেছেন, এমনটি কুরআন সুন্নায় প্রমাণিত হয়নি, বরং এ সীমারেখা মুফতি সাহেবদের ভাষ্য। কুরআন-সুন্নায় সালাতে কিছু নিষিদ্ধ বিষয় এসেছে, যা করা নিষেধ। কিন্তু এতে সালাত বাতিল হয়ে যাবে না। যেমন : মাজায় হাত রাখা। আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়া, চক্ষু বন্ধ রাখা, আঙুল ফুটানো ইত্যাদি। আবার কিছু বিষয় রয়েছে তাও নিষিদ্ধ কিন্তু তা স্বেচ্ছায় করলে বা ঘটালে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, অযু ভঙ্গ হলে, ওযর ছাড়া সালাতের কোনো রুকন বা শর্ত ছুটে গেলে, ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে, ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বললে।[৬] ইত্যাদি।

☞ প্রশ্ন (৮) : ***এ বছরের আগস্টে আমার বিয়ে হয়। বিয়ে হওয়ার ঠিক ৭ বা ৮ দিন পরে আমার স্ত্রীর সাথে ফোনে ঝগড়া লাগে। রাগে তখন আমার স্ত্রীকে বলি আমার নির্দেশ না মানলে তোমাকে তালাক দিব। আমার স্ত্রী বলে ঠিক আছে দেও। তখন আমি বলি, ঠিক আছে এক তালাক দিলাম। তখন আমার স্ত্রী বলে উঠে লগে লগে, ঠিক আছে আরেক তালাক দেও। আমি বলি ঠিক আছে দুই তালাক দিলাম । তখন আমি বাংলাদেশের হানাফী এবং আহলে হাদীস সকল হুজুরের ওয়াজ দেখে জানতে পারলাম এই যে 'কেউ বলে দুই তালাক হয়ে গেছে, আর কেউ বলে এক সঙ্গে হাজারো তালাক দিলে এক তালাক পতিত হয়। তো যাই হোক, আমি নিজে নিজেই দুই তালাক ভেবে নিয়ে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।***

তারপর আরো এক সপ্তাহ পরে, আমার স্ত্রী যখন হায়েজ অবস্থায় ছিলো, তখনও আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া লেগেছিলো। তখন আমি তালাক দিতে চাইছিলাম কিন্তু দেইনি। আরো এক মাস পর আমার স্ত্রীর যখন হায়েজ অবস্থায় থাকে। তখন আবারো ঝগড়া লাগে। স্ত্রীকে ভয় দেখানোর উদ্দশ্যে আমি বলতে চাইছিলাম কথা বন্ধ না করলে আল্লাহর কসম তোকে তালাক দিব। কিন্তু আমি আমার বউকে বলেছি, আল্লাহর কসম তোকে তালাক (দিলাম বলিনি) এতটুকু বলে আটকে গেছি। (আমি ভাবছিলাম 'আমি তোকে তালাক দিবো বললে তালাক হয়ে যাবে' তার কারণে আটকে গেছি। এতে কি তালাক হয়ে গেছে। তালাক দিব বললে তালাক হবে না শুনছিলাম। আমিতো দেইনি ভয়ে আটকে গেছি।

আমি দেওবন্দ মাদ্রাসাতে গিয়েছিলাম। এক মুফতিকে সব ঘটনা খুলে বলছিলাম। সে বলছিলো আমরা ফতুয়া দেওয়ার পরে যদি তালাক হয়ে যায় তাহলে, একটি উপায় তো বেঁচে আছে। মানে উনারা হিল্লা বিবাহের ইঙ্গিত দিয়েছিলো। তখন আমি ফতুয়া না শুনে রাগ করে চলে আসি। পরে এক সালাফিয়া আহলে হাদিস মাদরাসাতে সব ঘটনা খুলে বলার পর এক মাদানী সাহেব বলছিলেন মাত্র একটি তালাক হয়েছে।

নামাজে একসপ্তাহ ধরে কেঁদে কেঁদে শরীরের অবস্থা বহুত খারাপ হয়ে গেছে। নিজের অন্তরে ওয়াসওয়াসা হয় যে, আমরা জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছি। উক্ত ঘটনা আমি আর আমার স্ত্রী ব্যতীত কেউ জানে না। টের পাচ্ছি না কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। বাইচা থাইকা মরার মতো হয়ে গেছি। আল্লাহর আজাব দেইখ্যা বহুত ভয় খাই শাইখ।

মা বাবা এবং শশুর শাশুড়ি জানতে পারলে কেউ সহ্য করতে পারবো না।

[৫] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ৩-২৪৪ পৃ. (ইগাছাতুল লাহফাযান ইবনুল কাইয়িম, ১৩ পৃ.)*

[৬] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৫৬-৩৬৩ পৃ.*

আমদের এখানে মুফতী নেই। মাদানী আছে। তাদের কাছে ফতুওয়া নিয়েছি। এতে কি হবে না হবে বিস্তারিত জানাবেন। তারা বলেছে, এক তালাক হয়েছে।

আক্কাস আলী, আসাম, ইন্ডিয়া।

উত্তর : আপনার বর্ণনা অনুযায়ী প্রদত্ত তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হবে। যদি তা হায়েযমুক্ত এবং পবিত্রাবস্থায় দৈহিক সম্পর্ক হয়নি এমন সময়ে হয়। আর না হলে কোনো তালাক হবে না। পরবর্তীতে 'তালাক দিব' এ কথা বলাতে তালাক হবে না। যেহেতু আপনি ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে নিয়েছেন সুতরাং আপনার সংসার বৈধভাবে চলছে। শরীয়তে কোনো সমস্যা নেই। একত্রে অথবা এক বৈঠকে একাধিক তালাক এক তালাক বলে গণ্য হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.

প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে এবং ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর একত্রে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক হিসেবে গণ্য হত।[৭]

সুতরাং মুফতি সাহেবের ফাতাওয়া কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক নয়। বিশেষ করে হিল্লা করা ফাতাওয়া চরম ঘৃণিত এবং ইসলামবিরোধী। আল্লাহ হিদায়াত দান করুন। অপরপক্ষে মাদানী সাহেবের ফাতাওয়া কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক।

☞ প্রশ্ন (৯) : *মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালানোর সময় কি নিজেকে অমুসলিম বলে পরিচয় দেওয়া যাবে?*

সাজ্জাদ হোসেন, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ইসলাম সর্বদায় প্রকাশ থাকবে। তবে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গোপন রাখতে পারে। যেমন নবী ﷺ প্রথম তিন বছর গোপনে গোপনে ইসলামের কাজ করতেন। অবশ্য বাহ্যিকভাবে গোপন রাখলেও অন্তরে অবশ্যই দৃঢ় থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।[৮] অনুরূপভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ- যেমন, সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি পালন করতে হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (১০) : *আমি আহলুল হাদিস আক্বিদা মানহাজের অনুসারী একজন নিরক্ষর মুসলিম। আমি কুরআন-হাদিস সেভাবে বুঝি না। এখন আমি যদি আহলে হাদিস আলেমগণ থেকে জিজ্ঞেস করে করে দলিল ছাড়া শুধু মূল মাসআলাটি জিজ্ঞেস করে জেনে জেনে দ্বীনের ওপর আমল করি, আমার এই কর্মপন্থাটা কি শুদ্ধ হবে? এই কর্মপন্থাটি কি "তাকলিদ" এর অন্তর্ভুক্ত হবে? যদি এটি তাকলিদের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে তাকলিদের সাথে এটার পার্থক্য কি? যেহেতু আমি আরবি না জানার কারণে কুরআন হাদিস সরাসরি মূল ভাষা থেকে বুঝি না, আলেমগণ দলিল সহকারে আমাকে বুঝিয়ে দিলেও আরবি না জানার কারণে দলিলগুলো আমি বুঝি না, কেবল মূল সমাধানটা কোনোরকম বুঝতে সক্ষম হই। উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।*

আনিসুল হক আজিজ, বান্দরবান, চট্টগ্রাম।

উত্তর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

যদি তোমরা না জানো, তাহলে কুরআন-সুন্নায় জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।[৯]

এ আয়াত বলে সকলে সমান জানবে না, কেউ অজানা থাকতেই পারে। তাদের কর্তব্য হলো কুরআন সুন্নায় জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া। দলীলের আলোকে কারো কাছে জেনে নেয়া তাকলীদ নয়, এটা দলীলের অনুসরণ। অপরপক্ষে তাকলীদ হলো দলীল ছাড়াই কোনো ব্যক্তির কথা ও মতবাদে অন্ধ অনুসরণ করা। সুতরাং আপনি মূলতঃ দলীলের আলোকে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করেছেন। দলীলহীন অন্ধ অনুসরণ করেননি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

[৭] *সহীহ মুসলিম হা : ৩৬৫৮ ১৪৭২, মুসনাদ আহমাদ হা : ২৮৭৫*

[৮] *সূরা নাহল আয়াত : ১০৬*

[৯] *সূরা নাহল আয়াত : ৪৩*